(পাষাণী।)

(গীতি-নাটিকা)

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

সুরধাম, ২ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

[১৩২২]

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

কলিকাতা, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা, ১২নং সিমলা ষ্ট্রীট্,
এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পাষাণী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাজর্ষি জনকের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—প্রভাত।

[জনক ও বিশ্বামিত্র কক্ষ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন]

বিশ্বামিত্র। রাজর্ষি জনক! এই ব্রাহ্মণত্ব? এত
করে দর্প বিপ্র জাতি এই সম্পদের?
হেলায়, ইঙ্গিতে, আমি তুচ্ছ তপস্যায়
লভিয়াছি তাহা; সম হেলায় তাহারে
বিনা ক্ষোভে অনায়াসে পথের কর্দ্দমে
ছুড়ে ফেলে দিতে পারি।

জনক। বিশ্বামিত্র ঋষি
করিও না অহঙ্কার! লভিয়াছ যদি
ব্রাহ্মণত্ব তুমি, তাহা বিপ্রের বিনয়ে

আপনার গুণে নহে! জানিও তথাপি,—
যদিও ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার আসন
ব্রহ্মণের বহু নিম্নে।

বিশ্বামিত্র। প্রমাণ?

জনক। "প্রমাণ"?
যাও ঋষি এক দিন গৌতম-আশ্রমে
নদীর অপর পারে; পাইবে প্রমাণ!

বিশ্বামিত্র। মহর্ষি গৌতম? পত্নী অহল্যা যাঁহার
অনিন্দ্যসুন্দরী! গৃহী তাঁহার আসন
আমার উপরে?

জনক। বহু উর্দ্ধে বন্ধুবর!
দেখিও চাক্ষুষ।

বিশ্বামিত্র। সত্য? উত্তম! দেখিব।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—তপোবনাভ্যন্তরস্থ বন্ত-বীথী। কাল—প্রভাত।

[পরিব্রজমান তাপস বালকবালিকাগণ]

তাপস বালকবালিকাদিগের গীত।

বনের তাপস মোরা থাকি বন ভবনে,
কান্তারে, প্রান্তরে, শ্যামপুষ্পিত উপবনে।
প্রভাতে কোকিল পাখী, কুঞ্জবন মাঝে থাকি',
জাগায় মোদের ঢালি' স্বরসুধা শ্রবণে।

মধ্যাহ্নে তরুর ছায় বোসে থাকি, চাহিয়া,
দেখি নদী বহে' যায় কুলুরবে গাহিয়া ;
সায়াহ্নে প্রকৃতি আসি',　　　　অধরে মধুর হাসি',
শুনান অমর গীত মৃদুমন্দ পবনে।

চিরঞ্জীবের প্রবেশ।

চিরঞ্জীব। এখানে কে আছিস্ ?

তাপস বালকবালিকাগণ। এই যে আমরা।

চিরঞ্জীব। হুঁঃ, তোরা ত ভারি লোক ! যাঃ—

[তাপস বালকবালিকাগণ যাইতে উদ্যত]

চিরঞ্জীব। আচ্ছা দাঁড়া, তোদের দিয়েই হবে। আরে শোন্ শোন্।

তাপস বালকবালিকাগণ। কি ?

চিরঞ্জীব। ওরে কি করি ব'ল্‌তে পারিস্ ? একটা বড় ধোকায় পড়িছি।

১ম তাপস বালক। কি ধোকা মহাশয় ?

চিরঞ্জীব। ধোকাটা হ'চ্ছে এই যে, ধপাস্ ক'রে পড়ে, কি পোড়ে ধপাস্ করে ?

২য় তাপস বালক। এ ত ভারি ধোকার কথা বটে।

৩য় তাপস বালক। তা মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন ?

চিরঞ্জীব। ক'রেছিলাম।

৩য় তাপস বালক। মহর্ষি কি বলেন ?

চিরঞ্জীব। মহর্ষি কিছুই বলেন না।

২য় তাপস বালক। আর আপনি ?

চিরঞ্জীব। আমারো ঐ মত।

৪র্থ তাপস বালক। তবে আর মীমাংসা হবে কি ক'রে ?

চিরঞ্জীব। ঐ ত গোল। দর্শন শাস্ত্রের কোন ব্যাপারেরই মীমাংসা হয় না। ওরে তোরা একটা দর্শন শাস্ত্রের কথা শুন্‌বি ?

তাপস বালকগণ। শুনি।

চিরঞ্জীবের গীত।

বাহবা দুনিয়া কি মজাদার রঙ্গিণ।
দিনের পরে রাত্তির আসে, রেতের পরে দিন॥
গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম শীতকালেতে ঠাণ্ডা ;
একের পিঠে দুইয়ে বারো, দুই আর একে তিন।
শিয়াল ডাকে হোয়া হোয়া আর গরু ডাকে হাম্বা,
হাতির উপর হাওদা আবার ঘোড়ার উপর জিন।

২য় তাপস বালক। বাঃ এ ত ভারি দর্শনশাস্ত্র দেখ্‌ছি!

চিরঞ্জীব। কেমন! কথাগুলো ঠিক কি না ?

তাপস বালকগণ। খুব ঠিক, খুব ঠিক।

চিরঞ্জীব। আমি ভেবে ভেবে বের ক'রেছি।

৩য় তাপস বালক। বলেন কি ম'শয় ?

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। [চিরঞ্জীবকে] এই কি মহর্ষি গৌতমের তপোবন ?

চিরঞ্জীব। [বিশ্বামিত্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] কি রকম বোধ হয় ?

বিশ্বামিত্র। ঐটি কি মহর্ষির আশ্রম ?

চিরঞ্জীব। নয় ত কি ওটা তাড়ির দোকান ব'লে বোধ হ'চ্চে ?

বিশ্বামিত্র। একটু সোজা ভাষায় উত্তর দিলেই বা।

চিরঞ্জীব। নাই বা দিলাম।

বিশ্বামিত্র। মহর্ষি কোথায় ?

চিরঞ্জীব। কেন সে খোঁজে তোমার প্রয়োজন কি বাপু!

বিশ্বামিত্র। প্রয়োজন আছে, তিনি এখন আশ্রমে আছেন কি ?

চিরঞ্জীব। না, তিনি বাঘ শীকার ক'র্ত্তে বেরিয়েছেন।

বিশ্বামিত্র। তুমি ত ভারি মুখর! কে তুমি ?

চিরঞ্জীব। তুমিই বা কে ?

বিশ্বামিত্র। আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্র।

চিরঞ্জীব। আমি—অর্শী চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

বিশ্বামিত্র। অর্শী কি রকম ?

চিরঞ্জীব। এই অর্শ হ'য়েছে। তার বেশী এখনো হয় নি। কিন্তু অর্শটা যেরূপ অধিক মাত্রায় দাঁড়িয়েছে, তা'তে মহর্ষি হবার বড় বিলম্ব নাই।

বিশ্বামিত্র। কি ? আমার সঙ্গে পরিহাস ?

চিরঞ্জীব। নাঃ, পরিহাস কর্ব্বার সম্পর্কটা এখনো হয় নি।

বিশ্বামিত্র। দেখো! আমাকে দেখ্‌ছো ?

দেখ্‌ছি বৈ কি।

রকম দেখ্‌ছো ?

কবারে নবকাত্তিকটি। শরীরটি বর্ত্তুলাকার! মস্তকটি লম্বা বেশী। মুখের রং দাড়ির সঙ্গে টক্কর দিয়ে চ'লেছে।

দেখো! আমার মনে ক্রমে ক্রোধের উদয় হ'চ্ছে!

তা নিজের ঐ রকম কেচ্ছা শুনে, ক্রোধের উদয় না হ উদয় হবে ?

অভিশাপ দিয়ে তোমাকে ভস্ম ক'রে দেবো না কি ?

মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা তোমাকে তুলো ধুনে দেবো না কি ?

বিশ্বামিত্র। নাঃ, ভস্ম ক'রেই দিতে হ'ল দেখ্‌ছি। হর হর হর হর হর [পরিক্রমণ]

চিরঞ্জীব। রাম রাম রাম রাম রাম [বিপরীত দিকে পরিক্রমণ]

বিশ্বামিত্র। রাম নাম ক'চ্ছিস্ যে?

চিরঞ্জীব। রাম নাম ক'ল্লে, শুনিছি ভূতের ভয় থাকে না।

বিশ্বামিত্র। আমি কি ভূত নামাচ্ছি?

চিরঞ্জীব। নয় ত কি বিয়ের মন্ত্র পড়্‌ছিস্?

বিশ্বামিত্র। তুই অতি অর্ব্বাচীন। যাঃ [গলে ধাক্কা দিলেন]

চিরঞ্জীব। বটে! তবে আয় না দেখি।

[বিশ্বামিত্রকে প্রহার আরম্ভ]

গৌতমের প্রবেশ।

গৌতম। এ কি চিরঞ্জীব? এ কি?

চিরঞ্জীব। [অপ্রস্তুত ভাবে] আঁা এই মহর্ষির সঙ্গে একটু কুস্তি ক'চ্ছিলাম।

গৌতম। [বিশ্বামিত্রকে] আপনি কে?

বিশ্বামিত্র। আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্র।

চিরঞ্জীব। শুন্‌লেন ম'শয়? মহর্ষির ঐ রকম [illegible] হয়? আজকাল সবাই মহর্ষি?

বিশ্বামিত্র। আপনি কি গৌতম ঋষি?

গৌতম। ভৃত্যের নাম গৌতম।

চিরঞ্জীব। এঁ্যা—"ভৃত্য" কি?

গৌতম। চিরঞ্জীব! এঁর পদধূলি লও; ইনি একজন তেজস্বী মহর্ষি।

চিরঞ্জীব। এঁ্যা!—তাই নিয়েই ত ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া।

গৌতম। ইনি আপনার তেজোবলে মহর্ষি। আমি এঁর কাছে কীটাণুকীট। তুমি এঁর প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার ক'রেছো। নতজানু হ'য়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করো।

চিরঞ্জীব। বলেন কি? [বিশ্বামিত্রের ঘাড়ে হাত দিয়া কৌতূহলে তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে সস্নেহে দু তিন চাপড় দিয়া] ম'শয় কিছু মনে কর্ব্বেন না। [প্রস্থান]

গৌতম। [বিশ্বামিত্রকে] মহর্ষি! ইনি আমার শিষ্য। এঁর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্ব্বেন। এঁর বিষয়ে পরে ব'ল্‌ব। আপাততঃ দয়া ক'রে আমার আশ্রমে চলুন। জানি না কোন্ পুণ্যবলে আজ প্রভাতে আপনার মত সাধুদর্শন হ'ল।

বিশ্বামিত্র। [স্বগতঃ] এত বিনয়ী? [প্রকাশ্যে] চলুন। [নিস্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মহর্ষি গৌতমের তপোবন। কাল—মধ্যাহ্ন।

[ভ্রাম্যমাণা অহল্যা]

অহল্যার গীত।

আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে,
কত গীতে, সুগন্ধে, শোভাতে,
আহা যাইছে নিখিল ছাপিয়া।
আজি স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,
ঘন মঞ্জু কুঞ্জ ভবনে,
মরি কি গান গাইছে পাপিয়া।

আজি প্রভাতে কনক মহিমোজ্জ্বল
শান্ত সুনীল গগন,
তার চরণে নিলীন মধুর ধরণী
কিরণমুগ্ধ মগন,
আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগি' রে,
মম হৃদয় কাহার লাগি' রে,
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মাধুরীর প্রবেশ।

অহল্যা। এসেছিস্ এতক্ষণে ? ধন্য তোর পূজা !
স্তব্ধ দ্বিপ্রহর দিবা। আয় লো মাধুরি।
বসি গিয়া সুশীতল বটবৃক্ষতলে।

মাধুরী। চল, দেবি !

অহল্যা। আবার ও রূঢ় সম্বো'
"দেবি ?" আমি গুরুপত্নী বটে।
তথাপি আমার তুই চির প্রিয় ˈ
আয় সখি, দুই দণ্ড নিস্তব্ধ ি
কহিব প্রাণের কথা। ·
ছাপিয়া হৃদয়-পাত্র যাইতে ·
নিরুদ্ধ প্রাণের ব্যথা।
বোস্ এইখানে। শোন্ !

মাধুরী। বল প্রিয়সখি ! [উপবেশ·

অহল্যা। বলিব। অপেক্ষা কর্।
সকলি জানিস্ তুই—

মাধুরী। কিছুই জ

অহল্যা। তবে শোন্। নে আছে, বিবাহ আমার
হইয়াছে কত দিন ?

মাধুরী। পঞ্চবর্ষ হবে।

অহল্যা। সত্য। সখি আজি সেই বৈশাখী পূর্ণিমা।
তখন ছিলাম দশবর্ষীয়া বালিকা,
আজি আমি পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী ;
মনে পড়ে সেই দিন! বুঝি নাই যবে
মর্ম্ম বিবাহের। ভাবিতাম সঙ্গোপনে,
সার্থক হইবে জন্ম পুণ্য-পরিণয়ে।
এত দিনে বুঝিয়াছি ভ্রম।

মাধুরী। ভ্রম! ভ্রম!
সার্থক নহে কি জন্ম তোমার সুভগে ?
সম পতি

খ্ চেয়ে—
প, মাধুরি।
পুষ্পমালা ;
ক্ষ পরশে
ন্দার ব্রততী
গাল ভুজে !
এ কোশের বেশ

অহল্যা। ব্যর্থ নহে
এ রূপ, এ যৌবন, এ জীবন?—জগৎ
নীরস বিস্বাদ নহে? কভু ভাবি মনে,
ছিলাম না সুখিনী কি কৌমার জীবনে
এর চেয়ে? আপনারি ছিলাম সঙ্গিনী;
পরাইতে নিজগলে গাঁথিতাম হার।
তুষিতে আপন চিত্ত গাহিতাম গীত।
বেড়াতাম শৈলপ্রান্তে, কান্তারে, প্রান্তরে,
মঞ্জু কুঞ্জে, নির্ঝরের শ্যাম উপকূলে;
বেড়াতাম কুড়াইয়া পুষ্প রাশি রাশি।
দেখিতাম দেবী-মূর্ত্তি স্বচ্ছ সরোবরে
উঁকি মারি'। আসিলে বসন্ত কুহরিয়া
নাহি শিহরিত দেহ। মনের উল্লাসে
তুলিতাম চম্পকের কিশোর মুকুলে—
নিষ্প্রভ যেন সে মোর অঙ্গুলি পরশে।
প্রচণ্ড নিদাঘে ঘুরি ঘনবনচ্ছায়ে
কত সুখে খাইতাম বনফল পাড়ি'।
ভৎর্সিতেন পিতা মোরে—"এত মধুরাশি
গৃহভরা, কোথা যাস্ কুড়াইতে ফলে?"
উড়াইত কৃষ্ণকেশ বর্ষার শীকর-
স্নিগ্ধ মন্দ বায়ু; মুগ্ধা চাহিতাম তাহে
ফিরাইয়ে বক্র আঁখি; চাহিতাম পরে
কৃষ্ণমেঘে, দেখিতাম শুধু সে ধূসর।
—মধুর শৈশবকাল! [দীর্ঘ নিঃশ্বাস]

মাধুরী। এ কি চিন্তা সখি!
মহর্ষি গৌতম-পত্নী তুমি ভাগ্যবতী
যে গৌতম ধর্ম্মে, জ্ঞানে, বিদ্যায়, বিভবে,
তত উর্দ্ধে অন্য নর হ'তে, উর্দ্ধে যত
নক্ষত্র খদ্যোত হ'তে।

অহল্যা। বলিতে পারি না,
তিনি জ্ঞানী, তিনি শাস্ত্রবিশারদ, তিনি
ধার্ম্মিক মাধুরি! কিন্তু রমণীহৃদয়
তাঁর প্রার্থী নহে সখি! থাক্ কাজ নাই
নিষ্ফল বিলাপে আর। বুঝিবি না তুই।
অথবা কি ফল অনুতাপে? [সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস] নাহি জানি
কেন আজি হৃদয় কাতর; কেন আজি
ডাকিয়াছি তোরে আমি শুনাতে প্রাণের
নিহিত বেদনা। থাক্।—দেখ্‌লো মাধুরি
শুকায়ে গিয়াছে এই যূথিকার হার,
নব হার দে না গাঁথি'। দে না ভাল ক'রে
বাঁধি' এ দক্ষিণ করে ব্রততী-বলয়,—
যেতেছে খুলিয়া।

মাধুরী। এস আরো কাছে এস!
কেন দেবি এত বেশভূষা? অভূষিতা
তুমি প্রিয়সখি সব চেয়ে মুগ্ধকরী
জানো না কি তাহা? পদ্মপত্রে কোন্ মূঢ়
রঞ্জে বর্ণ তুলিকায়? বিদ্যুৎ আলোকে
কে দেখায় বাতি দিয়া?

অহল্যা। [দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ] হায় প্রিয়সখি!

শতানন্দের প্রবেশ।

শতানন্দ। মা! মা!

অহল্যা। কি বৎস?

শতানন্দ। দাদা আমাকে মেরেছে। দিদি, দাদা আমাকে কেবল মারে কেন?

মাধুরী। দাদা ভারি দুষ্টু। তুমি তার কাছে যেও না।

অহল্যা। তুই বুঝি দুষ্টুমি করিছিলি?

শতানন্দ। না। আমি ব'ল্লাম দাদা সন্দেশ খাবি? অমনি দাদা ঠাস্ ক'রে আমাকে চড় মাল্লে।

অহল্যা। [সহাস্যে] বেশ মিথ্যে কথা শিখ্‌ছিস্।

মাধুরী। কোন্ জায়গায় মেরেছে? এস ফুঁ দিয়ে দি।

শতানন্দ। এই জায়গায় মেরেছে, এই জায়গায় মেরেছে, এই জায়গায় মেরেছে [এইরূপ বলিয়া বহু স্থান নির্দ্দেশ করিল]

মাধুরী। এস হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। [কথাবৎ কার্য্য]

গীত।

আপন মনে কি যে বলে, আপন মনে কি যে গায়।
আপন মনে হেসে হেসে, ঢোলে ঢোলে চ'লে যায়॥
হাসিতে তার মাণিক ছড়ায়, অশ্রুতে তার মুক্তা গড়ায়,
নয়নকোণে অশ্রুকণা দেখ্‌লে কি আর থাকা যায়।
আদর ক'রে সোহাগ ভরে বুকের'পরে নিই গো তায়॥

শতানন্দ। মা, বাবা কোথায়?

অহল্যা। আমি জানি না। তিনি কোথায় জানিস্ মাধুরি?

মাধুরী। তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে তপোবন দেখাতে নিয়ে বেরিয়েছেন।

শতানন্দ। এ বিশ্বামিত্র কে মা?

অহল্যা। ও তোর বাবার মত একজন ঋষি।

শতানন্দ। কিন্তু তার গায়ে এত লোম কেন মা?

অহল্যা। জানিনে। যাঃ—

[শতানন্দের প্রস্থান]

অহল্যা। জানি না কি পাপে তোর মিলেছে মাধুরি
এ হেন পাশব স্বামী।

মাধুরী। নিন্দা করিও না,
পায়ে ধরি, আমি তারে ভালবাসি।

অহল্যা। সখি!
জ্বালাস্ নে। তারে ভালবাসিস্? কি গুণে?
মাধুরি জানি না তুই স্বেচ্ছায় কিরূপে
ক'রেছিস্ বিবাহ তাহারে?

মাধুরী। মহর্ষির
আদেশে; স্বেচ্ছায় নহে। করিতে সাধনা
নিষ্কাম বিবাহধর্ম্ম। কহিলেন তিনি
"বিবাহ বিলাস নহে; প্রেম লিপ্সা নহে।
পতিপত্নী পণ্যদ্রব্য নহে; বাছিবার,
মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার বস্তু নহে।
বিবাহ কর্ত্তব্য। প্রেম নিষ্কাম সাধনা।"

অহল্যা। মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা! হায় বিড়ম্বনা—
ভালবাসা সাধনার বস্তু? নিয়মিত

আদেশে? কূপের মত খনন করিয়া
তুলিতে হয় কি তারে? না মাধুরি, প্রেম
গৈরিক উৎসের মত পাষাণ ভেদিয়া
আপনি নিঃসৃত হয়! [সদীর্ঘ নিঃশ্বাস] চল্ গৃহে যাই।
[নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—গৌতমের আশ্রমের বহির্ভাগ। কাল—মধ্যাহ্ন।

[বিশ্বামিত্র ও চিরঞ্জীব আসীন]

বিশ্বামিত্র। বড়ই কৌতুককর তোমার কাহিনী।
চিরঞ্জীব। বড়ই কৌতুককর! ভাবিলাম, ঋষি
আসিতেছে জনকের প্রাসাদ হইতে,
ধ্রুব, কিছু হস্তে আছে। পরে ঋষি যবে
গাত্র হ'তে খুলি' পট্ট উত্তরীয়খানি,
রাজর্ষির উপহৃত স্বর্ণ কমণ্ডলু,
বস্ত্র দুটি দিল নিঃসঙ্কোচে, হাস্যমুখে,
ভূমিপৃষ্ঠশায়ী নিঃসহায় শক্রকরে—
অবাক্—মহর্ষি—আমি অবাক্ বিস্ময়ে!
বিশ্বামিত্র। কাহার আঘাতে তুমি পড়িলে ভূতলে?
চিরঞ্জীব। রাজ-প্রহরীর। মহর্ষির পিছে পিছে
আসিতেছিল সে ভৃত্য গোপনে, অজ্ঞাতে।
না জানিত ঋষি তাহা, আমিও তাহাকে
লক্ষ্য করি নাই। পরে যবে মহর্ষির

গলদেশ ধরিয়াছি সবলে, অমনি
প্রহরীর কষাঘাতে স্খলিত চরণে
আমি ত 'পপাত'! ভৃত্য আসিয়া বসিল
পৃষ্ঠোপরি যেন অশ্বাসনে। পরিশেষে
মহর্ষি দয়ার্দ্রকণ্ঠে কহিল তাহারে
"ছেড়ে দাও; মুক্ত কর দস্যুরে প্রহরী।"
ছাড়িয়া দিল সে। ঋষি উন্মুক্ত করিয়া
পট্ট উত্তরীয়, আর স্বর্ণ কমণ্ডলু,
দিল অনায়াসে মম হস্তে সেই ক্ষণে।
কহিল গৌতম পরে "দস্যু আরো যদি
থাকিত আমার, আরো দিতাম। দুর্লভ
স্বর্ণ, কিন্তু সুখ অতি সুলভ সহজ।
তাহা যদি চাও দিব প্রচুর। আসিও
আমার আশ্রমে বন্ধু"—সে গদগদস্বরে
অপারকরুণাস্নিগ্ধপ্রেমার্দ্র ভাষায়
মানিলাম পরাজয়। সেই দিন হ'তে
মহর্ষির শিষ্য আমি। এমনি নির্ব্বোধ
বানাইয়া দিল ঋষি। সেই দিন হ'তে
নির্জ্জীব হইয়া আছি আমি তপোবনে
শীতে ভুজঙ্গের মত। তথাপি কখন,
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অসতর্ক ক্ষণে,
সে পাপ প্রবৃত্তি। ইচ্ছা করে সঙ্গোপনে,
মহর্ষির গলশিরা রুদ্ধ করি' তারে
পাঠাই শমনালয়ে, যদিও তাহাতে

বিন্দুমাত্র লাভ নাই, যেহেতু গৌতম
একান্ত দরিদ্র, ঋষি!—অতি নিঃসম্বল।

বিশ্বামিত্র। আর ওই যুবতীটি। উনি কে?

চিরঞ্জীব। মাধুরী।
তাহার কাহিনী সত্য, কি বলিব ঋষি!
বিষম কৌতুককর। শুনিবেন?

বিশ্বামিত্র। শুনি।

চিরঞ্জীব। মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল বারাঙ্গনা
এ নারী; একদা কুহকিনী কি কুক্ষণে,
কুচক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া মহর্ষির
রোধিল সরলবর্ত্ম রূপের প্রভায়,
কলকণ্ঠে, শুভ্রহাস্যে, সুবাস নিঃশ্বাসে।
নিষ্ফল প্রয়াস।—নারী পড়িয়া ঋষির
চরিত্র আবর্ত্তে, ছাড়ি' বেশ্যাবৃত্তি, ছাড়ি'
হর্ম্ম্য অলঙ্কার, শত সহস্র প্রণয়ী,
হইল ঋষির শিষ্যা। শেষে এক দিন,
আমি যে কুৎসিত ভীম্ম বীভৎস আকার,
আমারে মাধুরী আসি' করিল বরণ,
কি জানি কি মনে করি'। মহর্ষি! সে দিন,
সমস্ত দিবস ধরি ক্রমাগত আমি
করিলাম অট্ট হাস্য—মিলিয়াছে ভাল,—
চোর পত্নী বারাঙ্গনা। সেই দিন হ'তে,
মাধুরী আমার পত্নী, আমি তার স্বামী।

বিশ্বামিত্র। গৌতমের বিবাহের পূর্ব্বে এ ঘটনা?

চিরঞ্জীব। তার বহুপূর্ব্বে।—ঋষিবর! এই দিকে
আসিছেন সস্ত্রীক গৌতম।

বিশ্বামিত্র। সত্য বটে।

গৌতম ও অহল্যার প্রবেশ।

গৌতম। মহর্ষি চরণসেবা করিতে এসেছি
আজ্ঞা কর!

বিশ্বামিত্র। অন্য কিছু চাহি না গৌতম!—
বড়ই নিস্তব্ধ, শান্ত, পবিত্র, সুন্দর,
আশ্রম তোমার। কিন্তু একান্ত নির্জ্জন।
চিরদিন ভাল লাগে বন্ধুবর?

গৌতম। লাগে।
আজন্ম মধুর এই নির্জ্জন আশ্রম,
মিশ্রিত আমার এই জীবনের সনে।
জানো না মহর্ষি প্রতি বৃক্ষে, প্রতি পথে,
প্রতি শিলাখণ্ডে, কত নিহিত কাহিনী।

বিশ্বামিত্র। ভাল নাহি লাগে পুরী, প্রাসাদ, তোরণ,
রথ, গজ, বাজী, পণ্য বীথিকা সুন্দর?

গৌতম। না সখে,—তাহার চেয়ে ভাল লাগে—শ্যাম
প্রান্তর, মঞ্জুল বন, বিহঙ্গ, নির্ঝর।

বিশ্বামিত্র। [অহল্যার প্রতি] তোমারো কি তাই দেবি?

অহল্যা। ভর্ত্তার ইচ্ছায়
ভার্য্যার সম্মতি।

বিশ্বামিত্র। সত্য! আমি ভালবাসি

আশ্রম হইতে কভু প্রাসাদে বসতি।
জীবন বৈচিত্র্য বিনা একান্ত নীরস।

গৌতম। তোমার সকলি প্রভু অসাধ্য সাধনা।
কথন নিরত দীর্ঘ তপস্যায়। কভু
মিশি জনস্রোতে সাধো পরহিতব্রত
সে তপস্যাবলে! আর আমি আত্মপর
করি স্বীয় সুখচিন্তা। কি আর বলিব
কত শিখিলাম বন্ধু তোমার নিকটে।
ধন্য বিশ্বামিত্র তব তপস্যা মহিমা!

চিরঞ্জীব। ধন্য বটে! কে জানিত ঘন লোমাবৃত
এ কৃষ্ণচর্ম্মের নীচে এত বড় ঋষি।

বিশ্বামিত্র। [গৌতমকে] একান্ত দরিদ্র তুমি?

গৌতম। একান্ত দরিদ্র।

বিশ্বামিত্র। জানো রাজা দশরথে?

গৌতম। শুনিয়াছি নাম।

বিশ্বামিত্র। তাঁহার প্রাসাদে মম নিত্য গতিবিধি—
আমার সহিত চল সে অযোধ্যাধামে।

গৌতম। কেন?

বিশ্বামিত্র। দিব রত্নরাশি।

গৌতম। রত্ন? কি করিব?

বিশ্বামিত্র। নিতান্ত নির্ব্বোধ তুমি! ধন রত্ন দিয়া
দুর্লভ সুস্বাদ খাদ্য, মহার্ঘভূষণ,
রম্য উপবন, হর্ম্ম্য, কাম্য বারাঙ্গনা
ক্রয় করা যায়।

গৌতম। তাহা চাহি না। নির্জ্জনে
সামান্য আয়াসলব্ধ বন্য ফল মূলে
পরিপুষ্ট হয় দেহ। পরিধান করি
অজিন বল্কল যাহা পাই। অনুপমা
সুকুমারী সাধ্বী পত্নী অহল্যা। জীবনে
কিছুরি অভাব নাই। ধন রত্নরাশি
কি করিব আমি?

বিশ্বামিত্র। [স্বগতঃ] এত নির্লোভ ব্রাহ্মণ?
অথবা অতুলরূপলাবণ্যা সুন্দরী
বাছিয়া ল'য়েছে, তাই এত উদাসীন
বাহ্য সম্পত্তির প্রতি? কি অভাব তার
যার গৃহে হেন পত্নী?

চিরঞ্জীব। তাকাইছে দেখ
প্রভুপত্নী পানে;—যেন এক্ষণি ইঁহাকে
ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা,—ও ব্যাদান দিয়া
প্রেরণ করিতে তারে সন্দেশের মত
বিপুল উদর গর্ত্তে।

বিশ্বামিত্র। [অহল্যাকে] চাহ না বান্ধবি
স্বর্ণ অলঙ্কার, মণি মুক্তা,—সাজাইতে
ও সুগৌর বরবপু? কাঞ্চন বলয়
খচিত হীরকে? স্বর্ণমুকুট ললাটে?
রজত নূপুর? মণিখচিত কেয়ূর?
মুক্তাহার শুভ্রকণ্ঠে?

চিরঞ্জীব। ক্ষমা কর ঋষি,

কেন মিথ্যা রোপিতেছ কলহঅঙ্কুর
দম্পতীর মধ্যে, দিয়া সমক্ষে পত্নীর,
অপ্রাপ্য মহার্ঘ রত্ন গহনার, হেন
সুদীর্ঘ তালিকা !

গৌতম। চল যাই বন্ধুবর
আশ্রম ভিতরে। তপ্ত উড়িতেছে ধূলি।

বিশ্বামিত্র। হাঁ মহর্ষি, চল [অহল্যাকে] চল বান্ধবি !:উত্তম !
[স্বগত] পরীক্ষা করিতে হবে এ পত্নী-বিয়োগ,
সহিতে সক্ষম কি না গৌতম।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

চিরঞ্জীব। [পশ্চাৎ যাইতে যাইতে] হুঁ চল
চিরঞ্জীব অনাহূত।—এত বড় ঋষি
এ কৃষ্ণচর্ম্মের নীচে ?—আশ্চর্য্য ! অদ্ভুত !!!

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—তপোবনের প্রান্তভাগ। কাল—মধ্যাহ্ন।

তাপস বালকদ্বয়।

১ম তাপস বালক। এ বিশ্বামিত্র ঋষিটা শুন্‌ছি ভারি তেজস্বী।

২য় তাপস বালক। কি রকম ?

১ম তাপস বালক। ও ছিল একটা ক্ষত্রিয় রাজা। তপোবনে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেছে।

২য় তাপস বালক। রেখে দাও তোমার ব্রহ্মর্ষিত্ব। ওকে দেখে ত আমার ভক্তি হয় না।

১ম তাপস বালক। আমাদের না হোক্, আমাদের মহর্ষি ত এঁর গুণে মুগ্ধ! ইনি শুন্‌ছি বিশ্বামিত্রের তপোবনের কথা শুনে তপস্যার জন্য প্রবাসে যাচ্ছেন।

২য় তাপস বালক। সত্যি না কি?

অপর এক তাপস বালকের প্রবেশ।

৩য় তাপস বালক। ওহে চিরঞ্জীবের ভারি মজা হ'য়েছে।

২য় তাপস বালক। কি রকম?

৩য় তাপস বালক। কি একটা খেয়ে আবোল তাবোল বক্‌ছে। ঐ যে এই দিকেই আস্‌ছে।

চিরঞ্জীবের প্রবেশ।

চিরঞ্জীব। বাঃ বাঃ বিশ্বামিত্র ঋষির পেটে এত গুণ! কি সোমরসই বানিয়েছে বাবা! আমাদের মহর্ষিটা নেহাইৎ মূর্খ!

১ম তাপস বালক। সে কি ম'শয়?

চিরঞ্জীব। আরে ভাই, বিশ্বামিত্র সোমরস বানিয়ে তাকে দিলে, তবু বেটা খেলে না। আরে সোমরসই যদি না খাবি ত মহর্ষি হ'তে গেলি কেন? ওরে আমি বিশ্বামিত্রের শিষ্য হব।

২য় তাপস বালক। বলেন কি ঠাকুর?

চিরঞ্জীব। হাঁ—হব! তবে একটা কথা, যে ঋষিটা দর্শন শাস্ত্র জানে না। ঐ দর্শন শাস্ত্রটার ওপর আমার ভারি ঝোঁক।

৩য় তাপস। বটে!

চিরঞ্জীব। ওরে, একটা দর্শন শাস্ত্রের কথা শুন্‌বি?

৩য় তাপস। শুনি।

চিরঞ্জীব। গীত।

ভূচর খেচর এবং জলচর, দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
মাতঙ্গ কুরঙ্গ পন্নগ উরগ ভুজগ পতঙ্গ বিহঙ্গ তুরঙ্গ,
ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ রক্ষ পিশাচ নর।
যে আছো যেখানে, তুলে দুটি কাণে, শোন এই গানে,
কিন্তু তার মানে, কি হোল কে জানে—
ঘোরে জগৎ চরকার সমান, মদ্য খেলেই সত্য প্রমাণ,
এইটে নিয়ে কেন সবাই ভেবে মরে ভয়ঙ্কর।

চতুর্থ তাপস বালকের প্রবেশ।

৪র্থ তাপস। এ কি চিরঞ্জীব ঠাকুর, এ রকম যে?

১ম তাপস। চিরঞ্জীব ঠাকুর একটু র'ঙে আছেন।

২য় তাপস। ওঁর অঙ্গভঙ্গী যদি এতক্ষণ দেখ্‌তে!

৩য় তাপস। আর যে গান গাইলেন!

চিরঞ্জীব। তোরা ভারি গোল ক'চ্ছিস্। তাকিয়ে দেখ্!

৩য় তাপস। কি দেখ্‌বো মহাশয়?

চিরঞ্জীব। দেখ্—আমি সশরীরে স্বর্গে উঠ্‌ছি। বিশ্বামিত্র ঋষি ব'ল্লে যে, "এই সোমরস পান ক'ল্লে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়—একটু খাবে চিরঞ্জীব?" আমি ব'ল্লাম "কৈ দাও দেখি; কিন্তু বিশ্বামিত্র ঋষি, তোমার আমার স্বর্গে যেতে হ'লে সশরীরে না গিয়ে পথে শরীরটা বদ্‌লে গেলে লাভ ভিন্ন লোকসান নেই; এ চেহারায় স্বর্গে গিয়ে যে কোন সুবিধা হবে তা তো বোধ হয় না;"—বোলে ত খেলাম। যে খাওয়া,

সেই মাইরি ভাই—চেপ্টা পৃথিবী গোল দেখালো, আকাশটা চেঁচিয়ে হাস্‌তে সুরু কোরে দিলে, পাতালটা পরী সেজে নাচ্‌তে লাগ্‌লো, আর আমি সশরীরে স্বর্গে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম।

২য় তাপস। বটে! তা হ'লে অবস্থাটা শণ্ডিণ বল্‌তে হবে।

চিরঞ্জীব। শণ্ডিণ নয় দাদা 'রণ্ডিণ'। বলিহারি সোমরস! দেখ্‌ছিস্‌ তোরা?

৩য় তাপস। কি দেখ্‌বো ম'শয়?

চিরঞ্জীব। [মদিরা পাত্র দেখাইয়া] কি রূপ!—কি স্বচ্ছ! কি তরল! কি সফেন! মরি মরি! ওরে তোরা একটু একটু খাবি?

১ম তাপস। আজ্ঞে না।

চিরঞ্জীব। একটু দেখ্‌না চেকে। ইতে কটু তিক্ত অম্ল মধুর কষায় সব রকম রসই আছে।

২য় তাপস। না ম'শয়।

চিরঞ্জীব। খেতিস্‌ যদি বেশ ক'ত্তিস্‌।

৩য় তাপস। না ঠাকুর।

৪র্থ তাপস। তুমি ওটুকু খেয়ে ফেল। দেখি কি রকম ঢং বদ্‌লায়।

চিরঞ্জীব। হুঁ! বেটারা মনে মনে হাস্‌ছিস্‌ বোধ হ'চ্ছে।

[তাপস বালকদিগের হাস্য]

চিরঞ্জীব। এই যে প্রকাশ্যেই হেসে ফেল্লি।

চিরঞ্জীবের গীত।

আমি বুঝি সং?

তোমরা যে সব হাস্‌ছো দেখে আমার বেজায় নতুন ঢং।
ভাব্‌ছো আমার টল্‌ছে পা?—মিথ্যে কথা—মোটেই না,—

(শুধু) ফেল্‌ছি চরণ নতুন ধরণ, বাহির ক'চ্ছি রং বেরং।
আবোল তাবোল বক্‌ছি আমি কি ?
ইচ্ছে কোরে শুদ্ধভাষা গুছিয়ে বল্‌ছি নি,—
বোসে রৈলাম হোয়ে গোঁ, (কোচ্ছে মাথা ভোর্‌-র-ভোঁ)
তোমরা যত হাস্‌ছো তত হ'চ্ছি আমি রেগে টং।

[উগ্রভাবাপন্ন]

১ম তাপস বালক। মার্লে রে—
২য় তাপস বালক। খেলে বুঝি—
৩য় তাপস বালক। পালা পালা—
৪র্থ তাপস বালক। ওরে বাবারে—

[তাপস বালকদিগের পলায়ন]

চিরঞ্জীব। যা বেটারা নরকে পোচে থাক্‌বি। [পুনরায় গীত]

ফেল্‌ছি চরণ নতুন ধরণ, বাহির ক'চ্ছি রং বেরং।

মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। এ কি প্রভু ?

চিরঞ্জীব। [হতাশ ভাবে] যাঃ—নেশা ছুটে গেল! আর সশরীরে স্বর্গে যাওয়া হোল না। তুই এ সময় এলি কেন ?

মাধুরী। মদ খেয়েছো ?

চিরঞ্জীব। মদ কি রে ? সোমরস—স্বয়ং বিশ্বামিত্রের তৈরি।

মাধুরী। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার তৈরি হ'লেও ও মদ।

চিরঞ্জীব। আচ্ছা না হয় মদ—হোলেই বা মদ।

মাধুরী। ছিঃ মদ খেয়ো না প্রভু। মহর্ষি গৌতম ত খান না।

চিরঞ্জীব। মহর্ষি গৌতম একটা ভণ্ড, ষণ্ড, গণ্ডমূর্খ। আমি এখন

তাকে পেলে বেশ দু'ঘা দিয়ে দি! আর তাকে যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন তার বদলে এই তোকেই [প্রহার] দু'ঘা দি। [প্রহার]

মাধুরী। আর না, আর না, তোমার পায়ে পড়ি।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। চিরঞ্জীব! ছিঃ!

চিরঞ্জীব। "ছিঃ" কি?

বিশ্বামিত্র। লজ্জার কথা!

চিরঞ্জীব। কি "লজ্জার কথা?"

বিশ্বামিত্র। নিজের স্ত্রীকে মারছো।

চিরঞ্জীব। নিজের স্ত্রীকে মার্ব্ব না ত কি পরের স্ত্রীকে মার্ত্তে হবে?

বিশ্বামিত্র। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত? ছিঃ ছিঃ!

চিরঞ্জীব। এ স্ত্রীলোক নয়—এ পুরুষের বাবা!

বিশ্বামিত্র। কেন? তোমার স্ত্রীর অপরাধ কি?

চিরঞ্জীব। সে খোঁজে তোমার দরকার কি? দেখ বিশ্বামিত্র ঋষি, তুমি ব্রহ্মর্ষিই হও, আর দেবর্ষিই হও, যদি এ রকম বেমক্কা রকম পতিপত্নীর মধ্যে এসে তাদের ন্যায্য দাম্পত্যকলহে বাধা দাও ত এই—দেখ্‌ছো—

[একখণ্ড ভগ্ন বৃক্ষশাখা কুড়াইয়া লইয়া ঘুরাইতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিতে লাগিল]

গৌতমের প্রবেশ।

গৌতম। এ কি চিরঞ্জীব?

চিরঞ্জীব। এঁ্যা—এঁ্যা—তাইত—

বিশ্বামিত্র। চিরঞ্জীব সোমরস পান কোরে একটু বেতরিবৎ হ'য়েছে।

চিরঞ্জীব। এঁ্যা—তা—সে সোমরস, ঋষি বিশ্বামিত্রেরই তৈরি।

গৌতম। মাধুরি! কাঁদ্‌ছো যে?

বিশ্বামিত্র। চিরঞ্জীব একে গুরুতর আঘাত ক'রেছে।

চিরঞ্জীব। ক'রিছি না কি? সে কার দোষ? আপনিই ত আমাকে সেধে সেধে খাওয়ালেন। আমি কোনমতেই খাবো না—তা ক্রমাগত—"চিরঞ্জীব খাবি? চিরঞ্জীব খাবি?" আমি কতক্ষণ টিঁকে থাক্‌বো? রক্তমাংসের শরীর ত!

বিশ্বামিত্র। আমি পরখ ক'চ্ছিলাম তোমার মনের বল কতদূর।

চিরঞ্জীব। কেন? সেটা না জান্‌লে কি আপনার ঘুম হ'চ্ছিল না?

গৌতম। চিরঞ্জীব! শপথ কর যে আর কখন মদিরা সেবন ক'র্ব্বে না!

চিরঞ্জীব। এঁ্যা—স্বয়ং বিশ্বামিত্র যখন খান—

গৌতম। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যা শোভা পায় তোমার তা পায় না। আবর্জ্জনা অগ্নির গায়ে লাগে না, কিন্তু তাতে জল পঙ্কিল হয়। শপথ কর এ কাজ আর ক'র্ব্বে না।

চিরঞ্জীব। এঁ্যা—তা—বেশ—তবে তাই।

[প্রস্থান]

গৌতম। মাধুরি! আমি প্রবাসে চ'ল্লাম। তোমার গুরুপত্নীকে দেখো।

মাধুরী। আমি প্রাণপণে তাঁর সেবা ক'র্ব্ব। কবে ফির্‌বেন?

গৌতম। ঠিক নাই। সম্ভবতঃ বর্ষকাল পরে। আমি এখন তোমার গুরুপত্নীর কাছে বিদায় নিয়ে আসি। [বিশ্বামিত্রকে] বন্ধুবর, প্রস্তুত হোন্, আমি শীঘ্র আস্‌ছি।

[সকলের ভিন্নদিকে প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—তপোবনের প্রান্তভাগ। কাল—প্রভাত।

অহল্যা একাকিনী।

অহল্যার গীত।

হীরা কি আঁধারে জ্বলে, হিমে কি ফুল ফোটে হায়!
অবহেলা অনাদরে প্রেম লো শুকায়ে যায়।
গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা?
কুহরে কোকিল কি লো, বিনা সে মলয় বায়?
নিরাশা, বিয়োগ, ভয়, প্রেমের মরণ নয়,—
বাঁচে না শুধু সে ঘৃণা অবহেলা যাতনায়।

গৌতমের প্রবেশ।

গৌতম। অহল্যা!

অহল্যা। [চমকিয়া] কে? এ কি প্রভু! এ বেশে? এখানে?

গৌতম। আসিয়াছি প্রিয়তমে বিদায় লইতে।

অহল্যা। বিদায় লইতে?—বটে—বুঝেছি। উত্তম।
—তবু, কোথা যাইতেছ?

গৌতম। সুদূর প্রবাসে।

অহল্যা। কেন?

গৌতম। তপস্যায় রত রহিব প্রেয়সি।

অহল্যা। তপস্যা? কাহার? কেন আলয়ে বসিয়া
হয় না তপস্যা?

গৌতম। শত সহস্রবন্ধনে
মায়ায় জড়িত, নিত্য সংসার চিন্তায়

জর্জ্জরিত গৃহাশ্রমে ;—তাই প্রিয়তমে
একাকী নির্জ্জনে দূরে—পশে না যেখানে
মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি—নিস্তব্ধ নিভৃতে
করিব তপস্যাচর্য্যা।

অহল্যা। যাও।

গৌতম। দাও প্রিয়ে
বিদায় প্রসন্ন মনে!

অহল্যা। শুনি, কার কাছে—
আমারে রাখিয়া যাবে?

গৌতম। সতী সাধ্বী রহে,
পতিস্মৃতি ধ্যান করি'।

অহল্যা। প্রভু, ধ্যান করি'
মিটে না আকাঙ্ক্ষা। হায় মিটে কি পিপাসা
পুষ্করের চিত্রপটে! হা নির্ম্মম জাতি!
কঠিন পুরুষ!—নিত্য, বিয়োগে, মিলনে,
আমরা করিব ধ্যান তোমাদের স্মৃতি ;
তোমরা যখন ইচ্ছা আসিবে যাইবে,—
স্বাধীন তরঙ্গসম সহিষ্ণু-সৈকতে।
কেন আসো? ধ্যান করি' রমণীর রূপ
পারো না থাকিতে দূরে? জীর্ণ দেহ যবে,
বার্দ্ধক্যের শেষ দশা, বাছিয়া তথাপি
কেন লও পল্লবিত তরু ক্রোড় হ'তে
স্ফুটন্ত কুসুম কলি?—সে নাচে, সে হাসে,
সে বর্দ্ধিত হয় মাতৃস্তন্যরস পানে।

দেখিয়াই নাহি সুখী হও স্বার্থপর
কি হেতু ?

গৌতম । অহল্যা ! বিপ্র আমি । চিরদিন
রহিব কি প্রেয়সীর অঞ্চল ধরিয়া
বিপ্রের কর্ত্তব্য ভুলি ?

অহল্যা । [উঠিয়া] যদি না থাকিবে,
বিবাহ করিলে কেন ? বাঁধিলে আমার
কৈশোর, তোমার শীর্ণ বার্দ্ধক্যের সনে ?
দেখ চাহি এই মুখ পানে—এই নব
উদ্ভিন্ন যৌবন, এই উচ্ছ্বসিত রূপ,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই উদ্বেল হৃদয় ;—
দেখিছ ?—বাঁধিলে কেন নব সুকোমল
কুসুমিত পল্লবিত শ্যামল বল্লরী
নীরস বিশুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে ? [ক্রন্দন]

চিরঞ্জীবের প্রবেশ ।

চিরঞ্জীব । [স্বগত] ঠিক তাই—
যাহা ভাবিয়াছি । জানি ঘটাবে বিভ্রাট
ওই লোমাবৃত ঋষি । [প্রকাশ্যে] মহর্ষি ! দাঁড়ায়ে
বহির্দ্বারে বিশ্বামিত্র ঋষি, মহর্ষির
অপেক্ষায়—প্রস্তুত ।

গৌতম । প্রেয়সী তবে যাই ।

অহল্যা । তুমি যাও, তুমি থাকো—একই কথা প্রভু
অহল্যার । তোমার হৃদয়ে নাই স্নেহ !
তোমার অধরে নাই সুধা ! তপস্যার—

শুষ্ক কর্ত্তব্যের জন্য তোমার জীবন;
আমার জীবন চাহে সম্ভোগ। তোমার
জীবনের ব্রত পুণ্য সঞ্চয়; আমার
কার্য্য ব্যয়। ভিন্নরূপ গতি দুজনার
ভিন্ন দিকে। এ জীবনে হইব না মোরা
কভু সম্মিলিত। যাও। বাড়িবে না তাহে
আমাদের জীবনের গভীর বিচ্ছেদ।

গৌতম। [স্বগত] সত্য কথা! ঘুচিল না এ বিচ্ছেদ প্রিয়ে।

[নিষ্ক্রান্ত]

অহল্যা। এত রূপ! এ পূর্ণ যৌবন! সব বৃথা?
ধরিয়া রাখিতে তবু পারিলি না হায়
এ স্ত্রৈণ স্থবির মূঢ় গৌতমে?—হা ধিক্!
চলিয়া গেল সে দৃঢ় চরণে? চাহিয়া
শুষ্কনেত্রে, যেন গাঢ় অনুকম্পাভরে
মোর পানে? হা রমণি! করিস্ না তুই
দুর্ব্বল নিষ্ফল এই রূপের গৌরব। [প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—নন্দন ভবন। কাল—প্রভাত।

সপরিচরবর্গ ইন্দ্রদেব আসীন।

অপ্সরাদিগের নৃত্যগীত।

আমরা—এম্‌নিই এসে ভেসে যাই।
আমরা গানের মতন, হাসির মতন, কুসুমগন্ধ রাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউর মতন, এসে যাই।

আমরা—অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,
আমরা—সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী,
আমরা—শরত ইন্দ্র ধনুর বরণে,
জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,
বিজলীর মত চকিত চমকে চাহিয়া, ক্ষণিক হেসে যাই।
আমরা—স্নিগ্ধ, কান্ত, সুপ্তিশান্তি ভরা,
আমরা—আসি বটে তবু কাহারে দিই না ধরা,
আমরা—শ্যামলে, শিশিরে, গগনের নীলে,
মলয়ে, তিমিরে, কিরণে,—নিখিলে,
স্বপ্নরাজ্য হ'তে এসে ভেসে, স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।

[প্রস্থান]

ইন্দ্র। এই ছোকরা!

চন্দ্র। দেবরাজ!

ইন্দ্র। আর এক পেয়ালা।

চন্দ্র। [আর এক পূর্ণপাত্র ইন্দ্রকে দিলেন]

ইন্দ্র। পবন!

পবন। দেবেন্দ্র!

ইন্দ্র। আচ্ছা স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালে ত তোমার অবারিত গতি।

পবন। আজ্ঞে!

ইন্দ্র। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি উত্তর ক'র্ত্তে পার্ব্বে?

পবন। আজ্ঞে, যদি পারি ত পার্ব্ব।

ইন্দ্র। আচ্ছা বেশ। বল দেখি—স্বর্গের মত রাজ্য, ইন্দ্রের মত রাজা, শচীর মত নারী, আর সুধার মত মদ, কোন জায়গায় দেখেছো কি না?

পবন। আজ্ঞে নাঃ।

ইন্দ্র। তুমি ত টকাশ্ কোরে বোলে ফেল্লে 'আজ্ঞে নাঃ'। ভাল কোরে শুনেছো?

পবন। শুনিছি বৈ কি?

ইন্দ্র। কিসের মত কি ব'ল্লাম বল দেখি?

পবন। [স্বগতঃ] মুস্কিলে ফেল্লে দেখ্ছি। [প্রকাশ্যে]—এ—এই—স্বর্গের মত নারী, সুধার মত রাজা, ইন্দ্রের মত রাজ্য, আর শচীর মত মদ।

ইন্দ্র। দূর্—তোমার স্মরণশক্তি খুব প্রখর বোলে বোধ হ'চ্ছে না।

পবন। আজ্ঞে নাঃ।

ইন্দ্র। না, তোমার মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়েছে, আর খেয়ো না [সুরাপাত্র সরাইলেন] বরুণ!

বরুণ। বজ্রপাণি!

ইন্দ্র। এ প্রশ্নের উত্তর ক'র্ত্তে পারো?

বরুণ। না প্রভু।

ইন্দ্র। তুমি যে শুন্বার আগেই হা'ল ছেড়ে দিলে। বৈশ্বানর?

বৈশ্বানর। জীমূতবাহন!

ইন্দ্র। বলি, একটা প্রশ্ন করি?

বৈশ্বানর। আজ্ঞে নাই বা ক'ল্লেন!

ইন্দ্র। রবি!

রবি। আমি এখনো উঠিনি দেবরাজ!

ইন্দ্র। তাও ত বটে এখন যে রাত্তির। চন্দ্র!

চন্দ্র। এই যে [সুধাপাত্র সন্মুখে ধরিলেন]

ইন্দ্র। বেশ তৈরি ছোকরা!—দেখ পবন! বুঝ্ছো না কথাটা? উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা নেহাইৎ পুরোণো হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

পবন। নেহাইৎ।

ইন্দ্র। একটা বেশ যুতসৈ নারীর নাম ক'র্ত্তে পারো, যাতে জীবনে একটু বৈচিত্র্য হয়?

পবন। পারি; কিন্তু সে সব গেরোস্ত ঘরের মেয়ে।

ইন্দ্র। হোক্ গেরোস্ত ঘরের—সুরূপা হ'লেই হ'লো।

পবন। তা যদি বলেন, আর স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্ত্যে নাম্‌তে রাজি থাকেন, তা হলে' একটি রমণীর নাম ক'র্ত্তে পারি যার তুলনা ত্রিভুবনে নেই।

ইন্দ্র। কে সে?

পবন। মিথিলায় মহর্ষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যাদেবী।

বরুণ। বড় শক্ত জায়গা। দাঁত বসে না।

ইন্দ্র। [সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন]

পবন। কিন্তু সে বিষয়ে একটা সুবিধা আছে।

ইন্দ্র। কি রকম?

পবন। মহর্ষি প্রবাসে।

ইন্দ্র। বটে বটে?—তবে ত কেল্লা ফত্তে।—ওরে কেউ মদনকে ডেকে নিয়ে আয় ত!—পবন তুমিই একবার যাও না!

পবন। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান]

ইন্দ্র। চন্দ্র, ঢালো না ভাই!—এ প্রস্তাবটা মন্দ নয়।—কি বল বৈশ্বানর?—এই, অপ্সরাদের আর একবার ডাকো না কেউ!

অরুণ। এই আমিই ডেকে আন্‌ছি।

[প্রস্থান]

ইন্দ্র। বৈশ্বানর!

বৈশ্বানর। আজ্ঞে!

ইন্দ্র। তুমি যে ভারি গম্ভীর হোয়ে রৈলে?

বৈশ্বানর। এঁ্যা—তা—কি জানেন—আমার স্বভাবই ঐ রকম।

ইন্দ্র। সত্যি না কি?—ঐ যে মদন আস্‌ছে।

মদনের প্রবেশ।

মদন। প্রণাম হই দেবরাজ!

ইন্দ্র। এই যে এয়েছো—বেঁচে থাকো।

মদন। আজ্ঞে হাঁ। বেঁচে থাক্‌বার আমার গোড়াগুড়ি সম্পূর্ণই মতলব ছিল; কিন্তু দেবরাজ তাতে বড় অবসর দিচ্ছেন না।

ইন্দ্র। কেন?

মদন। এই দিবারাত্রিই লোকের সর্ব্বনাশে ফির্‌ছি।

ইন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ?

মদন। এই, অমুকের স্ত্রী বের কোরে আনা, অমুকের সতীত্বনাশ, অমুকের তৃতীয়বার বিয়ে দেওয়া।

ইন্দ্র। সে সব ত অতি সহজ শীকার। বিধবা বালিকার সর্ব্বনাশ করা, দ্বিচারিণীকে বেশ্যা করা, অসহায়ার ব্যভিচার করানো—এ সব ত আমিও পার্ত্তাম।

মদন। আর কি ক'র্ত্তে বলেন?

ইন্দ্র। যথার্থ সতীর সতীত্বনাশ ক'র্ত্তে পারো?

মদন। না, সেটা মহাশয়ের একচেটে।

ইন্দ্র। তামাসা রাখো। ঐ কার্য্যটা ক'র্ব্বার জন্ত তোমাকে ডাকিইছি।

মদন। তা আমি আগেই আন্দাজ ক'রিছি। এখন জিজ্ঞাসা করি ভাগ্যবতীটি কে?

ইন্দ্র। [জনান্তিকে] মহর্ষি গৌতম-রমণী অহল্যা।

মদন। বড় শক্ত জায়গা।

ইন্দ্র। নৈলে আমি কি তোমাকে ফলার খাবার নিমন্ত্রণে ডেকে পাঠিইছি ?—শোন—একটা সুবিধা আছে।

মদন। কি সুবিধা ?

ইন্দ্র। মহর্ষি এখন প্রবাসে।

মদন। তবে ভস্ম না হ'য়েই কার্য্য উদ্ধার ক'র্ত্তে পার্ব্ব পার্ব্ব বোধ হ'চ্ছে যেন !—কিন্তু, কিন্তু, একটা কথা স্মরণ রাখ্‌বেন।

ইন্দ্র। কি ?

মদন। গীত

যে পড়ে প্রেমেরি ফাঁদে,
(একদিন) সে জন কাঁদেই কাঁদে।
প্রথমে দুদিন ভারি হাসি, পরে গম্ভীরভাবে কাশি,
শেষে গলে টান লাগে ফাঁসি (রকম) ভারি গোলযোগ বাধে।
প্রথমে আরাম চুল্‌কে ঘামাছি শেষে করে জ্বালা সে ত,
রগড়াতে রগড়াতে রগড়াতে লেবু হ'য়ে যায় তেত ;
প্রথমে মাথায় তুলে নাচি, পরে ঘেষিনাক কাছাকাছি ;
শেষে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, (রকম) সোনামণি কালাচাঁদে।

ইন্দ্র। তা পরে যা হবার হবে ; এখনকার কাজ ত এখন কর।

মদন। তথাস্তু।

ইন্দ্র। চন্দ্র !—

চন্দ্র। সুরেশ্বর !

ইন্দ্র। আর এক পেয়ালা।

অপ্সরাদিগের প্রবেশ।

ইন্দ্র। এয়েছ বাছারা! একটা যুতসৈ রকম ধর দেখি। দেখ এমন একটা গান গাইবে যা'তে মনে বেশ স্ফূর্ত্তি হয়। গাও বেহাগ—আর নাচো তেওট্।

অপ্সরাদিগের নৃত্যগীত।

ঢালো অমিয়া ঢালো কিশোর সুধাকর, আকুল তৃষা অতি অধীরা;
উঠুক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত ঢেউ—ঢালো মদিরা।
দুলাও চামর বসন্ত সিক্ত সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজো সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা মুরলী নন্দন ভবনে;
গাও বিকম্পিত করি' দিগন্ত বিমুগ্ধ অপ্সরা রমণী,
নৃত্য কর মদমত্ত, মন্মথ হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অহল্যার কুটীর। কাল—সায়াহ্ন।

একাকিনী অহল্যা আসীনা।

অহল্যা। কি ঘোর বরষা! গাঢ় আচ্ছন্ন আকাশ
ধূসর জলদজালে। অবিরল নামে
জলধারা। পরিব্যাপ্ত আকাশ মেদিনী
এক অবিশ্রান্ত জলপ্রপাতঝঙ্কারে।
—এস বর্ষা, শীকরশীতলবায়ুবনে,
সুকুমারি! সুশ্যামল কর, স্নিগ্ধ কর,
নিদাঘবিশুষ্ক তপ্ত বসুধা, সুন্দরি।

গীত।

বরষা আইল ওই ঘন ঘোর মেঘে
দশ দিক তিমিরে আঁধারি।
আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে
রাখিতে রাখিতে নাহি পারি।

চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন-ঘন
গরজনে কাঁপে হিয়া সখি রে--
ঝর ঝর অবিরল ঝরে জল ধারা,
ঝর ঝর চোখে বহে বারি ।
সঘন আঁধার ওই ঘনাইয়া আসে,
বিষাদে হৃদয় আসে ছেয়ে,
বাতাস মিশায়ে যায় সজল বাতাসে
শূন্য নয়নে রহি চেয়ে ;
কত না নিহিত ব্যথা, নিহিত যাতনা কত,
হৃদয়ে জাগিয়ে উঠে সখি রে—
মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা,
—ধিক্ ধিক্ জনম আমারি ।

রতির প্রবেশ ।

অহল্যা । কে তুমি ?

রতি । অতিথি ।

অহল্যা । ভুক্ত কিম্বা উপবাসী ?

রতি । উপবাসী নহি, পিপাসিত ।

অহল্যা । পিপাসিত ?
বর্ষার অশ্রান্তবৃষ্টিপ্রপাতে প্লাবিত
প্রান্তর কান্তার অরণ্যানী—আর তুমি—
তুমি পিপাসিত ?—এ কি রূঢ় পরিহাস ?

রতি । পরিহাস নহে । সত্য । পুরুর সরিৎ

স্নিগ্ধজলপূর্ণ ; কিন্তু তাহে চাতকের
মিটে কি পিপাসা ?

অহল্যা । একি পরিহাস ছাড়ি',
ধরিলে কি প্রহেলিকা ?

রতি । দেখিয়াছ কভু
আপনার রূপরাশি মুকুরে বিম্বিত ?

অহল্যা । দেখিয়াছি ।—আপাততঃ কি চাহ সুন্দরি ?

রতি । চাহিয়া থাকিব শুধু ওই মুখপানে
তাপসি !

অহল্যা । রমণী তুমি—

রতি । কিবা যায় আসে ?
বিশ্বের সম্পত্তি রূপ—বিশ্বের বিস্ময় ।

অহল্যা । কি নাম তোমার ?

রতি । রতি ।

অহল্যা । নিবাস ?

রতি । ত্রিদিবে ।
যাইতেছিলাম আমি এই পথ দিয়া
মিথিলায় কোন প্রয়োজনে—অকস্মাৎ
নামিল অশ্রান্ত জলধারা ; নিরুপায়
আশ্রম বাহিরে তাই নিলাম আশ্রয় ।
দেখিলাম তব মূর্ত্তি সহসা, অমনি
রহিলাম চিত্রার্পিত, নিস্পন্দ বিস্ময়ে
কি তোমার নাম সখি ?

অহল্যা । অহল্যা তাপসী ।

রতি। বড় ভাগ্যবতী আমি ; স্বর্গে শুনিয়াছি
অহল্যার নাম।—নামে আবার বরষা।
দিবে স্থান দয়া করি' আজি এ আশ্রমে ?

অহল্যা। কৃতার্থ হইব। আমি প্রোষিতভর্তৃকা ;
অভ্যাগত তুমি,—এ ত সৌভাগ্য আমার।
আশ্রম ভিতরে চল।

রতি। চল প্রিয়সখি !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—গৌতমের তপোবন পথ। কাল—সন্ধ্যা।

মদন ও বসন্ত।

মদনের গীত।

ফুলমালা গলে পরি, ফুলরেণু গায়ে মাখি,
ফুলসাজ পরি কেশে, ফুল বেশে তনু ঢাকি।
ফুলধনু ধরি করে, হানি হৃদে ফুলশরে,
ফুলবাসে ছেয়ে আসে অলস অরুণ আঁখি।
ফুল খেলা, ফুল বঁধু, পান করি ফুলমধু,
ফুলদল'পরে শুয়ে, ফুলপানে চেয়ে থাকি।

মদন। কি ভাব্‌ছ বসন্ত ?

বসন্ত। ভাব্‌ছি প্রভু, এত মিছে কথাও কৈতে পারেন !

মদন। কি মিছা কথা সখে !

বসন্ত। অন্ততঃ ভেতরের কথাগুলো সব চেপে গেলেন।

মদন। কি প্রকার?

বসন্ত। এই মুখে বেশ বোলে গেলেন "ফুলে নব তনু ঢাকি" কিন্তু তার নীচে ত দেখ্‌ছি মহাশয়ের খাসা মখমলের পোষাক।

মদন। শুদ্ধ ফুলে কি তনু ঢাকে সখে, না শীত কাটে?

বসন্ত। আমিও ত তাই বল্‌ছিলাম। তা যদি হ'তো ত লোকে তুলোর চাষ তুলে দিয়ে ফুলের চাষ ক'র্ত্তো।

মদন। আচ্ছা তার পরে? আর কি মিছা কথা?

বসন্ত। তারপরে "ফুলধনু"। ফুলের ধনু তৈর ক'র্ত্তে পারে এ সাধ্য বিশ্বকর্ম্মারও নাই। পেছনে একখানি বাকারি চাই।

মদন। আচ্ছা আর কি?

বসন্ত। আর "ফুল খেলা"। ফুল নিয়ে খেলা করা অবিশ্যি এমন কিছু শক্ত নয়, যদিও মহাশয়কে বোধ হয় আমি ডাণ্ডাগুলি খেল্‌তে দেখেছি।

মদন। সে ছেলেবেলায়।

বসন্ত। তবে যে কেবল ফুলমধু পান কোরে ঐ বাস্তবিক বর্ত্তুলাকার শরীরটা ঐ ভাবে পরিপুষ্ট হ'চ্ছে না, এটা আমি শপথ কোরে বল্‌তে পারি।

মদন। ওহে—বোঝ না—

বসন্ত। আর ফুলের পানে চেয়ে থাকা ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের ন্যায় আপনারও আরো দু চারটে কায ক'র্ত্তে হয়।

মদন। ওহে ওগুলো কবিতা, কবিতা। তুমি, বুঝি কাব্যকলা বোঝ না?

বসন্ত। আজ্ঞে না। কাব্যকলা পড়িনি, কিন্তু মর্ত্তমান কলা

খেয়েছি। আর শপথ কোরে বল্‌তে পারি যে, ভালো পাকা মর্ত্তমান কলার কাছে কাব্যকলা কি চিত্রকলা কোন কলাই লাগেন না।

মদন। এ সমস্ত কবিতা—ঐ যে শিকার আস্‌ছে। তোমার কোকিল, মলয় সব তৈরি?

বসন্ত। সব প্রস্তুত—দেখ্‌বেন? [অদূরে কোকিল ডাকিল]

মদন। বাঃ বাঃ এ কোকিলের আওয়াজে যদি অহল্যা দেবী না ধরা পড়েন ত তাঁর শরীর ইঁট সুরকি দিয়ে তৈর করা। পাখী বটে! চল এখন অন্তরালে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

[যাইতে যাইতে মদনের গীত]

আছে একটা ভারি কালো পাখী,
ও তার আছে দুটো কালো পাখা।
কবিরা তারে কোকিল বলে,
আর ফাগুন চৈতে তার বদ্‌ অভ্যেস ডাকা।
তার ডাক শুনে প্রাণ হা হুতাস করে,
বিরহিণীরা সব আছড়ে পড়ে,
প্রাণকান্ত বিনে সে পাখীর স্বরে
তাদের জীবনটা ঠেকে বড় ফাঁকা ফাঁকা।
ও সে পাখী বড় সর্ব্বনেশে
গোল বাধায় ফাগুন চৈতে এসে;
ভাগ্যিস্‌ নয় সে পাখী বারোমেসে;—
নইলে মুস্কিল হোত বেঁচে থাকা।

[প্রস্থান]

অহল্যা ও রতির প্রবেশ।

রতি। হায় সখি, এত রূপ, এ ভরা যৌবন,
এ বসন্তকালে!—শুধু একবার, সখি,
জীবনে, যৌবন আসে; আর সে যৌবন
চিরদিন নাহি থাকে।

অহল্যা। বুঝি, সব বুঝি,
কিন্তু কি করিব? আমি অভাগিনী অতি!

রতি। মণির আদর রত্নবণিক বিনা কি
বুঝে শাখামৃগ? রত্নে দিও না ছড়ায়ে
অরণ্যে। সার্থক কর এ রূপ যৌবন।
চিরদিন রহিবে না। তবে আসি সখি।
বড় ভাগ্যবতী আমি পাইলাম দেখা।
পথে হেন অপ্সরাসম্ভব রূপরাশি।

[প্রস্থান]

অহল্যা। আহা! কি মধুর। [উপবেশন] মুঞ্জরিত নবতার
নিকুঞ্জ; গুঞ্জরে ভৃঙ্গ; রঞ্জিত সুন্দর
পল্লবিত বনবীথী সন্ধ্যার কিরণে।
সুদূরে তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে
অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে
বন্ধুর কান্তার দিয়া। স্তব্ধ অরণ্যানী।—
শুধু দূর আম্রবনে ললিত উচ্ছ্বাসে
কুহরে কোকিল এক, করি বিকম্পিত,
পুষ্পিত অটবী। আসে মন্থর হিল্লোলে

বসন্ত সমীর ; চাহে নিস্পন্দ বিস্ময়ে,
কুরঙ্গ-শাবক এক গ্রীবা বক্র করি'
স্তব্ধ অস্থির পানে। সবার উপরে
এক গাঢ় নীলাকাশ নিস্পন্দ, নির্ম্মল,
সদ্যোমেঘমুক্ত, নত চুম্বিতে ধরার
সুখস্মিত বিম্বাধর—রক্তিম লজ্জায়।
কে বলিবে এ বরষা! কে বলিবে ছিল
কল্য সমাচ্ছন্ন করি' ও নীল আকাশ
প্রাবৃটের ঘন ঘটা ? বসন্ত বরষা
মধুর মিশ্রণে যেন রচিয়াছে এক
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাজ্য ;—আহা কি মধুর!
এত মুগ্ধকর চিত্র দেখি নাই আমি
বহুদিন। এত স্নিগ্ধ বহে নাই বুঝি
বহুদিন শীতল সমীর। ডাকে নাই
কোকিল কখন এত অধীর আগ্রহে।

গীত

আজি মোর প্রাণ কি চায়।
জাগে এ হৃদয় আজি কি আকুল-বাসনায় ॥
আজি এ অধীর প্রাণে কেন প্রবোধ না মানে,
কোন্ অজানিত টানে, কার পানে ভেসে যায়।

—উঠে চাঁদ! মরি মরি! বন অন্তরালে
পূর্ণ জ্যোৎস্না! একদিকে শান্ত গরিমায়
সূর্য্য হ'য়ে অস্তমিত, অপর আকাশে

উঠে চন্দ্র স্নিগ্ধ হাস্যে। ল'য়েছে উভয়ে
বিভাগ করিয়া যেন দিগন্তবিতত
উজ্জ্বল আকাশরাজ্য। দিবা অবসানে
আসে ওই তারাময়ী স্তব্ধ নিশীথিনী
শ্রান্তি পরে শান্তিসম, শুষ্ক কার্য্য 'পরে
শিথিল স্বপ্নের মত।—ওই—ওকে—গায়!

সজ্জিত তরণীতে আরূঢ়া অপ্সরাদিগের গাহিতে
গাহিতে প্রবেশ ও প্রস্থান।

গীত।

বেলা ব'য়ে যায়।
ছোট মোদের পান্‌সী তরি সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার, বকুল যুথী দিয়ে গাথা সে;
রেশমি পাল উড়্‌ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেল্‌ছে তরি দুল্‌ছে তরি, ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক নূতন প্রেমে ভোর,—
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে নেশার ঘোর;
বাঁশীর ধ্বনি হাসির ধ্বনি উঠ্‌ছে ছুটে ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বলছে আকাশ সাঁঝের তপনে;
পূর্ব্বে ঐ বুনছে চন্দ্র প্রেমের স্বপনে;
ব'চ্ছে নদী কুলুধ্বনি ব'চ্ছে মৃদু মধুর বায়।

অহল্যা। একি অপার্থিব গীত? পুলকে আবেগে
রোমাঞ্চিত হয় তনু। হৃদয়ে জাগিয়া

উঠে কি বাসনা ?—আর রাখিতে না পারি
বাঁধিয়া প্রবাহ।—হায় বুঝেছি আমার
বিফল যৌবন, এই নারীজন্ম বৃথা।
বেলা গেল ;—যাই তবে শূন্যগৃহে ফিরি'। [গমনোদ্যত]
—কে যায় সুগৌর যুবা, শিরে জটাভার,
বন্যপথ দিয়া শ্লথ চরণবিক্ষেপে ?
কে এ ? কভু দেখি নাই। সুঠাম সুন্দর
দীর্ঘ দেহ ; প্রসারিত বক্ষ ; পরিহিত
অজিন ; চরণভঙ্গ লঘু ; কিন্তু তার
মুখখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ভাসে দেহ 'পরে
প্রস্ফুটিত পদ্মসম, শৈবাল বেষ্টিত
কোমল মৃণাল বৃন্তে। কে এ ? ডেকে দেখি—
কে পান্থ ?

তাপসবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ডাকিলে মোরে, কে তুমি তাপসি ?

অহল্যা। বলি, কোথা যাবে ?

ইন্দ্র। মিথিলায়। কত দূর
মিথিলা নগরী ? মোরে দয়া কোরে দেবি,
পথ বোলে দাও যদি।

অহল্যা। পান্থ, বহু দূর
সে স্থান দুর্গম। সন্ধ্যা আগত। তাপস!
মদীয় আশ্রমে যাপ নিশীথ। প্রভাতে
যাইও সেথায় কল্য।

ইন্দ্র । কে তুমি ?

অহল্যা । তাপসী ।

ইন্দ্র । নাম ?

অহল্যা । অহল্যা ।—না সখে
মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আমি শুদ্ধ নারী
কোন নাম নাহি মোর । না সখে, কি নাম
যেতেছি ভুলিয়া । নাম ? জানিও সন্ন্যাসী
শুদ্ধ সন্ন্যাসিনী আমি ।

ইন্দ্র । সত্য কোরে বল,
খুলে বল ; প্রহেলিকা বুঝি না, কে তুমি ?

অহল্যা । সত্য বলিব কি প্রিয় ? হাঁ, সত্য বলিব,
আমার আশ্রমে চল ।

ইন্দ্র । না, না, যাইব না ।

অহল্যা । হাঁ যাইবে তুমি ! মুখে স্পষ্ট ব্যক্ত তাহা ।
কপট ! আশ্রমে চল । [অস্ফুটস্বরে] সত্য বলিতেছি,
আমি তব দাসী, তুমি মোর প্রাণেশ্বর ।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

মদন ও রতির পুনঃ প্রবেশ ও নৃত্যগীত ।

উভয়ে । এমনি কোরে আমরা মজাই কুল ।
এ ভুবনে আমরাই যত অনিষ্টেরই মূল ।

মদন । আমি বুকে হানি পুষ্পশর ;

রতি । আমি আনি বক্ষে বক্ষ, অধরে অধর ;

মদন । বিছায়ে দি' পাতার শয়ন ;

রতি। ছড়ায়ে দি' ফুল।

মদন। প্রেমের শ্বাসে দিইছি সুবাস, প্রেমের ভাষে গান ;

রতি। অধর কোণে দিইছি মধু, নয়ন কোণে বাণ ;

মদন। আমি করি সৃষ্টি স্বর্গলোক ;

রতি। আমি করি বৃষ্টি সুধা—মিলন-সম্ভোগ ;

মদন। উড়িয়ে দি' আঁচলখানি ;

রতি। এলায়ে দি' চুল।

মদন। দেবতা জানে আমার প্রতাপ, মানুষ কিবা ছার ;

রতি। আমি কিন্তু ষোলকলা পূর্ণ করি তা'র ;

মদন। আমি কেবল রটাই প্রেমের জয় ;

রতি। আমি শুধু প্রেমের বিপদ ঘটাই ভুবনময় ;

উভয়ে। আমাদেরই সৃষ্টি করা বিধির বিষম ভুল।

[নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—চিরঞ্জীবের আশ্রমের বহির্ভাগ। কাল—সায়াহ্ন।

মাধুরীর দ্রুতপদসঞ্চারে প্রবেশ।

মাধুরী। কি আশ্চর্য্য! কি অন্যায়! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! কি করি? কার পরামর্শ নেই? একবার তপোবনান্তরে যাব না কি? না। অন্য তাপসদের কাছে এ কুৎসা এখন ভেঙ্গে কাজ নেই। দেখি যদি আমরাই এর কোন প্রতিবিধান ক'র্ত্তে পারি। স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করা যাক্! ঐ যে উনি যাচ্ছেন। প্রভু একবার এদিকে এস!

চিরঞ্জীবের প্রবেশ।

চিরঞ্জীব। কি রে ডাক্‌ছিস্ না কি?

মাধুরী। হাঁ একটা কথা আছে।

চিরঞ্জীব। কথাটা কি খুব দরকারী?

মাধুরী। ভারি দরকারী।

চিরঞ্জীব। তবে এখনি বোলে ফেল্। আমিও একটা ভারি দরকারী কাজে যাচ্ছি।

মাধুরী। প্রভুপত্নী কোথায়?

চিরঞ্জীব। আশ্রমে।

মাধুরী। কি ক'চ্ছেন?

চিরঞ্জীব। কি আর ক'র্ব্বেন? চোখ রগড়াচ্ছেন। সেই পুরোণো গল্প।

মাধুরী। কোন্ পুরোণো গল্প?

চিরঞ্জীব। বুড়োবুড়ীর গল্প। জানিস্ নে বুঝি?—তবে শোন্।

গীত।

বুড়োবুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাক্‌ত।
বুড়ী ছিল বেজায় বৈষ্ণব বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত।
হ'ত যখন ঝগড়া ঝাঁটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি;
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি পাড়ার লোকে পুলিশ ডাক্‌ত।
হঠাৎ একদিন "তুত্তর" বোলে, কোথায় বুড়ো গেল চোলে;
বুড়ী তখন বুড়োর জন্যে ক'রে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছর খানিক পরে, বুড়ো ফিরে এলে ঘরে,
বুড়ী তখন রেঁধে বেড়ে তারে ভারি খুসী রাখ্‌ত।

ঝগড়া ঝাঁটি গেল থেমে ; মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ী দিত দাঁতে মিশী, বুড়ো গায়ে সাবান মাখ্‌ত।

চিরঞ্জীব। আচ্ছা মাধুরি! আমি একটা ভারি ধোকায় প'ড়েছি।

মাধুরী। কি ধোকা?

চিরঞ্জীব। ধোকা হ'চ্ছে এই,—তুই কি আমাকে ভালবাসিস্?

মাধুরী। হাঁ, বাসি।

চিরঞ্জীব। হু দেখে তাই বোধ হয় বটে।

মাধুরী। তবে আর ধোকা কি?

চিরঞ্জীব। ঐ ত ধোকা।—আচ্ছা খুব ভালবাসিস্?

মাধুরী। খুব বাসি।

চিরঞ্জীব। আমি কিন্তু তোকে কিচ্ছু ভালবাসিনে।

মাধুরী। একদিন বাস্‌বে।

চিরঞ্জীব। উঁহু—বোধ হয় না। [সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িল] তোকে আমি কোন রকমেই ভালবাস্‌তে পারিনে।

মাধুরী। কেন? আমি জাতিতে গণিকা বোলে?

চিরঞ্জীব। না তুই জাতিতে স্ত্রীলোক বোলে।—তুই অসার, অকিঞ্চিৎকর যৎসামান্য স্ত্রীলোক। আমার মতন একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার তোর মত একটা ক্ষুদ্র মেয়ে মানুষকে ভালবাস্‌তে পারে না।

মাধুরী। তোমার যেমন ইচ্ছা। তুমি আমায় ভালবাস না বাস, আমি চিরদিন তোমায় ভালবাস্‌বো।

চিরঞ্জীব। ঐ ত স্ত্রীলোকের দোষ। বেজায় নাছোড়্‌বন্দ্‌।

মাধুরী। আচ্ছা সে কথা যাক্—প্রভুপত্নীর আশ্রমে সম্প্রতি কিছু লক্ষ্য ক'রেছো?

চিরঞ্জীব। ক'রিছি।

মাধুরী। কি ?

চিরঞ্জীব। সাপ, ব্যাং, টিয়া, বুলবুলি, তেলাপোকা, টিকটিকি—

মাধুরী। না না—নতুন কিছু ?

চিরঞ্জীব। হরিণটার একটা ছানা হ'য়েছে !

মাধুরী। না গো ও সব নয় ! নতুন কোন ব্যক্তি।

চিরঞ্জীব। ব্যক্তি ?

মাধুরী। হাঁ।

চিরঞ্জীব। ব্যক্তি ?—কৈ, না ?

মাধুরী। একজন এসেছে।

চিরঞ্জীব। পুরুষ মানুষ, না মেয়ে মানুষ ?

মাধুরী। পুরুষ মানুষ। একজন সুন্দর সুগৌর যুবা প্রত্যহ অর্দ্ধরাত্রে আসে, আর প্রত্যূষে চোলে যায়।

চিরঞ্জীব। বটে ? বটে ? এ ত রগড় মন্দ নয়।—কোথা থেকে আসে আর কোথায় চোলে যায় ?

মাধুরী। দূরে নদীবক্ষে একখান সজ্জিত তরণী দেখ নি ?

চিরঞ্জীব। দেখিছি যেন।

মাধুরী। সেখান থেকে আসে আবার সেই খানেই চোলে যায়।

চিরঞ্জীব। বোঝা গেছে। বাবা, চিরঞ্জীব শর্ম্মা এত মূর্খ নয়।—যাবে কোথা ? স্ত্রীজাতির চরিত্র ত, তা রেশমী সাড়ীই পরুন, আর গাছের ছালই পরুন,—স্ত্রীচরিত্র যাবে কোথা ? যাবে কোথা ?

মাধুরী। এখন তোমায় একটা কাজ ক'র্ত্তে হবে।

চিরঞ্জীব। কি ক'র্ত্তে হবে বল দিদি নি ! আবার যে রকম গায়ে শক্তি, সেই রকম যদি মাথায় বুদ্ধি থাকৃত, তা হ'লে বোধ হয় আমি একটা বুদ্ধিমান লোক হ'তে পার্তাম।

মাধুরী। ক'র্ত্তে হবে এই—এই লোকটার সন্ধান নিতে হবে। কে সে? কোথায় তার নিবাস? তার অভিপ্রায়ই বা কি?

চিরঞ্জীব। সে কে, আর কোথায় তার নিবাস, তা জানিনে বটে; কিন্তু তার অভিপ্রায় যে কি তা বেশ টের পাওয়া গেছে। এ রকম অবস্থায় সব পুরুষজাতির একই রকম অভিপ্রায় হ'য়ে থাকে।

মাধুরী। সে কাল প্রত্যূষে যখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাবে, তুমি তার পিছু পিছু যাবে। গিয়ে—

চিরঞ্জীব। তা আমাকে দিয়ে হবে না। আমি পিছু পিছু গিয়ে তাকে ধ'র্ত্তে পার্ব্বো না। ধ'র্ত্তে হয় ত সম্মুখ সমরে। [উগ্রভাবাপন্ন]

মাধুরী। না প্রভু। মহর্ষি গৌতমের পবিত্র আশ্রমে একটা কুকীর্ত্তি কোরে কাজ নাই।

চিরঞ্জীব। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ [হুঙ্কার]

মাধুরী। দোহাই তোমার। এখানে নয়। যুদ্ধ ক'র্ত্তে হয় ত, তপোবনের বাহিরে গিয়ে। আজ শেষরাত্রে একটু সজাগ থেকো।

চিরঞ্জীব। আমার ত আজ সমস্ত রাত ঘুম হবে না।—বেশ বেশ! সু-খবর! এ রকমে জীবনের একটু বৈচিত্র্য হয়।

মাধুরী। শতানন্দ কাঁদে কেন? ঐ যে আস্‌ছে।

রোরুদ্যমান শতানন্দের প্রবেশ।

শতানন্দ। দিদি!

মাধুরী। কি দাদা?

শতানন্দ। মা আমাকে মেরেছে।

মাধুরী। কেন?

শতানন্দ। তা জানি না। আর ব'লেছে, আজ রাতে আমাকে তার কাছে শুতে দেবে না। [ক্রন্দন]

চিরঞ্জীব। তা যে মা তোকে মারে, তার কাছে তুই শুতে যাস্ কেন রে ছোঁড়া?

মাধুরী। বোঝ না, সে যে প্রাণের টান।—চল দাদা আমার সঙ্গে খেলা ক'র্ব্বে এস! [মাধুরীর শতানন্দকে লইয়া প্রস্থান]

চিরঞ্জীব। হুঁ হুঁ সাধে কি বলি,—"স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে।" যাবে কোথা! স্ত্রীচরিত্র ত—যাবে কোথা?

জনৈক তাপসের প্রবেশ।

চিরঞ্জীব। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ [হুঙ্কার]

তাপস। কি ঠাকুর! হঠাৎ এত উগ্র যে?

চিরঞ্জীব। আমার ক্রোধের উদয় হ'য়েছে!

তাপস। কেন?

চিরঞ্জীব। সে খোঁজে তোর দরকার কিরে বেটা? [প্রহারোদ্যত] বেরো আমার আশ্রম থেকে।

তাপস। বেরোচ্ছি। একটা সু-খবর দিতে এলাম,—

চিরঞ্জীব। সু-খবর? [সাগ্রহে] কি? কি?

তাপস। মহর্ষি গৌতম ফিরে আস্ছেন।

চিরঞ্জীব। কবে?

তাপস। এই সপ্তাহখানিকের মধ্যে!

চিরঞ্জীব। কেন?

তাপস। তাঁদের তপস্যা হোল না। সেখানে রাক্ষসের বিপর্য্যয় রকম অত্যাচার। বিশ্বামিত্র গিয়েছেন মহারাজ দশরথের কাছে নালিশ ক'র্ত্তে; আর গৌতম ফিরে আস্ছেন।

চিরজীব। নেহাইৎ অপদার্থ। এই গৌতমটা নেহাইৎ অপদার্থ— স্ত্রী ছেড়ে থাক্‌তে পারে না আর কি? বোঝা গেছে। নেহাইৎ অপদার্থ।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—অহল্যার কুটীরাভ্যন্তর। কাল—শেষরাত্রি।

ইন্দ্র ও অহল্যা।

অহল্যা। তুমি ইন্দ্র? তা জানিলে আগে, কে করিত
আপন হৃদয়েশ্বর তোমারে মায়াবী?

ইন্দ্র। কি দোষ আমার?

অহল্যা। শত দোষ। শুনিয়াছি
তুমি শঠ, ব্যভিচারী, লম্পট।

ইন্দ্র। বিশ্বাস
করিও না সে অখ্যাতি।

অহল্যা। সত্য কোরে বল—
ভালবাস অহল্যারে?

ইন্দ্র। [কর দুটি ধরিয়া] অনিন্দ্যাসুন্দরী!
আমার হৃদয়েশ্বরি!—নন্দন কাননে
কিশোর মন্দার পুষ্প বসন্ত সমীরে
ঢালে না সুগন্ধ এত, যে গন্ধ তোমার
অস্ফুটপ্রণয়বাণীমিশ্রিতনিঃশ্বাসে।
ত্রিদিব ভাণ্ডারে মোর এত সুধা নাই,
ও রক্ত অধরে যত। [চুম্বন] সজল বিদ্যুৎ

এত স্নিগ্ধতীব্র নহে, তব আলিঙ্গন
যত স্নিগ্ধ প্রিয়তমে! [আলিঙ্গন]

অহল্যা। সত্য ?

ইন্দ্র। সত্য কথা।

অহল্যা। হায় যদি পারিতাম করিতে বিশ্বাস
এই বাক্য!

ইন্দ্র। কেন নহে ?

অহল্যা। তব সভাস্থলে
নৃত্য করে বারাঙ্গনা।

ইন্দ্র। তাহারা নর্ত্তকী,—
প্রণয়িনী নহে।

অহল্যা। শচী মহিষী তোমার।

ইন্দ্র। ইন্দ্রাণী মহিষী মাত্র, প্রণয়িনী নহে।

অহল্যা। [সহসা] না না ফিরে যাও! এখনো ফিরিতে পার,
এখনো ফিরিতে পারি! যাহা হইবার
হইয়াছে। জানিবে না কেহ। যাও ফিরে।

ইন্দ্র। যাইব প্রেয়সি কিন্তু সঙ্গে যাবে তুমি।
চল এইক্ষণ। তীরে সজ্জিত তরণী।
চল।

অহল্যা। না হৃদয়েশ্বর! কেন কর মোরে
মজ্জিত গভীর পঙ্কে ? গৌতম-রমণী
আমি।

ইন্দ্র। কেন মিথ্যা এ প্রবোধ। বহুদূর
আসিয়াছ! আর চাহিও না ফিরে ফিরে।

এখন অহল্যা ইন্দ্র অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে
বদ্ধ আমরণ। চল, রাখিব তোমারে
মর্ম্মররচিত হর্ম্ম্যে, পুষ্প-সুবাসিত
কনকপালঙ্কে। দিব হীরক গঠিত
অলঙ্কার; দাস দাসী। তদুপরি আসি
করিবে চরণসেবা দেবেন্দ্র আপনি
প্রত্যহ।

অহল্যা। [কম্পিতস্বরে] শপথ কর, সত্য ভালবাস?

ইন্দ্র। তথাপি সন্দেহ? ভালবাসি? হায় প্রিয়ে!
অধীর আগ্রহ এত, জ্বলন্ত বাসনা,
বুঝ নাই প্রাণেশ্বরি?—

অহল্যা। —চল ঝাঁপ দিব
কলঙ্কসমুদ্রে আজি। ফিরে যেতে চাহি
কিন্তু হায় ফিরিতে সামর্থ্য নাই! চল।
—কিন্তু পুত্র শতানন্দ?

ইন্দ্র। তারে রেখে যাও
লালন করিবে শিষ্যদম্পতী তাহারে।
—এখনো রজনী আছে। চল।

অহল্যা। কোথা যাব?

ইন্দ্র। স্বর্গে।

অহল্যা। না না স্বর্গে নহে।

ইন্দ্র। কেন প্রাণেশ্বরি?

অহল্যা। জিজ্ঞাসিছ "কেন?" নিত্য লজ্জায় রক্তিম
হইব না,—পথে ঘাটে ভ্রিদিবে যখন

অঙ্গুলি বাড়ায়ে মোরে কহিবে সকল
দিব্যাঙ্গনা—"ওই ভ্রষ্টা গৌতমরমণী ?"

ইন্দ্র । দিব রাখি নিভৃত নিলয়ে, দূরে । কেহ
জানিবে না ।

অহল্যা । না বল্লভ ! তার চেয়ে চল—
কোন দূর নিরালয় দ্বীপে, উপকূলে,
অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গে,—পশেনি যেখানে
মনুষ্য নিঃশ্বাস ; নাহি পশিবে শ্রবণে
আপন অখ্যাতিগাথা ; যেখানে ভুঞ্জিব
পরস্পরে নিত্যচিরঅতৃপ্তবিলাসে
অলক্ষ্যে নিভৃতে সুখে । সেখানে বুঝিব
বিশ্ব জনশূন্য, শুদ্ধ তুমি আমি আছি ।
ভাসায়ে যাইব যুগে যুগে নিরবধি
ক্ষুদ্র মিলনের তরী, অকূল গভীর
প্রেমের সমুদ্রে, তার গাঢ় স্বচ্ছ নীল
ফেনিল হিল্লোলে ।

ইন্দ্র । অত্যুত্তম ! চল যাই
এ মুহূর্ত্তে । শতানন্দ সুপ্ত । অরণ্যানী
নিস্পন্দ নীরব ।

অহল্যা । বৃষ্টি পড়িতেছে ।

ইন্দ্র । শুভ ।
রজনীর অন্ধকারে শীকরশীতল
নিস্তব্ধ প্রহরে, মৃতবৎ অচেতন
ঘুমায় নিখিল বিশ্ব । শীঘ্র এস ।

অহল্যা । চল ।

শতানন্দ । মা ! মা !

অহল্যা । জাগিয়াছে পুত্র ।

ইন্দ্র । প'ড়েছে ঘুমায়ে

আবার বালক ! চল এইক্ষণে । বিলম্ব কি !

অহল্যা । চল তবে ।

শতানন্দ । মা ! মা কোথা !

ইন্দ্র । স্থির হ', বালক ।—

অহল্যা থামাও পুত্রে । নহিলে নিষ্ফল

করিবে এ আয়োজন ।

অহল্যা । থাম্ শতানন্দ ।

শতানন্দ । মা ও কে ? মা যাও কোথা ?

ইন্দ্র । বিফল করিল

এত আয়োজন ওই হতভাগ্য শিশু ।

অহল্যা । কি করিব ?

শতানন্দ । মা—মা ক্ষুধা—

ইন্দ্র । কর কণ্ঠরোধ ।

শতানন্দ । মা ক্ষুধা—

অহল্যা । আবার ?—তবে দিতেছি মিটায়ে

চিরজীবনের ক্ষুধা । [গিয়া শিশুর কণ্ঠরোধ]

ইন্দ্র । স্তব্ধ হইয়াছে

পাপাত্মা জন্মের তরে । শীঘ্র চোলে এস ।

অহল্যা । একি ! করিলাম হত্যা আপন সন্তানে ?

ইন্দ্র । বাহিরে ডাকিছে কাক । এস [বহির্গমন]

অহল্যা। চল যাই—
বুঝিয়াছি। তবে আমি নামিয়া এসেছি
নরকরাজত্বে! তবে বিদায়—বিশ্বাস,
নির্ভয়, মমতা, পুণ্য।—আয় নেমে আয়
পাপের করাল রাজ্য প্রগাঢ় তিমিরে! [প্রস্থানোদ্যত]

মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। শতানন্দ কাঁদে কেন?—প্রভুপত্নী তুমি
এ বেশে? কোথায় যাত্রা করিছ প্রত্যূষে?

অহল্যা। ধরা পড়িয়াছি।

ইন্দ্র। [বাহিরে]—এস শীঘ্র চোলে এস। [বাহিরে শব্দ]

ইন্দ্রকে ধরিয়া চিরঞ্জীবের প্রবেশ।

চিরঞ্জীব। তবে পলাতক যাবে কোথা?

ইন্দ্র। ছাড় জীব!
প্রাণে যদি মায়া থাকে।

চিরঞ্জীব। হুঁ! চন্দ্রবদন!

[উভয়ে যুদ্ধ। চিরঞ্জীবের প্রতি ইন্দ্রের বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ ও
চিরঞ্জীবের পতন]

অহল্যা। একি একি!

ইন্দ্র। শীঘ্র চোলে এস প্রাণেশ্বরি।

[অহল্যার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া নিষ্ক্রমণ]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—:o:—

স্থান—জনকের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—প্রভাত।

জনক, গৌতম, চিরঞ্জীব, শতানন্দ।

গৌতম। প্রবাস হইতে ফিরি' বন্ধ দেখিলাম—
আশ্রম কুটীর জনশূন্য। নিরুদ্দেশ
অহল্যা প্রেয়সী। মৌন আনম্র বিষাদে
আমার কুটীর চূড়া; কুটীর-প্রাঙ্গণে
শষ্প গুল্ম তাহাদের রাজ্য পুরাতন
করিতেছে অধিকার।

চিরঞ্জীব। চরিতেছে ঘুঘু!

গৌতম। সন্নিহিত নিম্ববৃক্ষশিখরে বাছড়
রচিয়াছে নীড়। বন নিস্তব্ধ, মলিন।
আশ্রমে প্রবেশমাত্র উঠিল চীৎকারি'
বিরাট পেচক এক! বাহিরিয়া গেল
দেখিয়া আমারে। ডাকিলাম চীৎকারিয়া
"অহল্যা"—উত্তর দিল "অহল্যা" সুদূর

বনপ্রতিধ্বনি উপহাসি'। বাহিরিয়া
আসিল তখন শিষ্যা মাধুরী। কহিল
কেহ সে আশ্রমে নাই। শিষ্য চিরঞ্জীব
আহত কুটীরে। শতানন্দ প্রিয়তম
পরিত্যক্ত মৃতবৎ, বাঁচিয়াছে বহু
শুশ্রূষায়! নিরুদ্দেশ অহল্যা।

জনক। করিলে
অন্বেষণ গৌতমীর?

চিরঞ্জীব। বহু অন্বেষণ,
বন হ'তে বনান্তরে। কোনই সন্ধান
মিলিল না।

জনক। তার পর?

চিরঞ্জীব। কহিলাম আমি
সস্ত্রীক সংসার যদি না করিতে পারো
কেন এই বিড়ম্বনা—উদ্বাহবন্ধন?

গৌতম। সত্য চিরঞ্জীব।

চিরঞ্জীব। প্রভু শুনিলেন যবে,
অহল্যা উড্ডীয়মান লম্পটের সনে।
কহিলেন "অসম্ভব"। কহিলাম আমি
"এ শাস্ত্রসঙ্গত প্রভু—প্রোষিত-ভর্তৃকা
দোষ নাই"—তবে কিন্তু রাজর্ষি! লম্পট
কি ছুড়িয়া মারিল আমারে নাহি জানি।
অদ্ভুত সে প্রহরণ অগ্নিসম তেজে।

গৌতম। রাজর্ষি! জীবনে আর অনুরাগ নাই—

সংসারে প্রবৃত্তি নাই। চলিলাম আজি
ছাড়ি' বনগ্রাম শিষ্যদম্পতীর সনে।

জনক। কোথা যাবে প্রিয়বর ?

গৌতম। সুদূর কৈলাসে
শুনিয়াছি সে পর্ব্বত অতি মনোহর,
অতীব নির্জ্জন ! দিব সকল কামনা
সকল সাধনা চিন্তা একান্ত আগ্রহে
বিশ্বনিয়ন্তার পদে।

জনক। নিজ তপোবনে
কর না তপস্যা ?

গৌতম। পারিব না প্রিয়বর !
সুখস্মৃতিময় মম রম্য তপোবন
সতত জাগায়ে দিবে অতীত কাহিনী।

জনক। বড়ই করুণ বার্ত্তা।

গৌতম। বুঝি এ বেদনা
বিভুর মঙ্গল বিধি। ভুলিয়াছিলাম
বিশ্বেশ্বরে এত দিন, মায়ায় জড়িত,
আত্মসুখরত। বুঝি দয়াময় প্রভু
ছিন্ন করি' সে বন্ধন লইলেন টানি'
আমারে তাঁহার পানে !—ধন্য বিশ্বপতি !
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।

[উদ্দেশ্যে প্রণাম]

—সখে !

বালকে, জীবনাধিক পুত্রে, সমর্পণ

করিলাম তব করে, রাজর্ষি! দেখিও।

জনক। পুত্রবৎ করিব লালন।

গৌতম। প্রাণাধিক!

শতানন্দ! চলিলাম। বুঝি আমি তোর
বড়ই নিষ্ঠুর পিতা! আশৈশব তুই
পিতৃমাতৃস্নেহসুখে বঞ্চিত। ছাড়িয়া
গিয়াছে জননী তোর! আমিও নির্ম্মম
চলিলাম ছাড়ি'। বৎস চলিলাম! কভু
আমারে করিস্ মনে। না, না, ভুলে যাস্,
ফেলে দিস্ বক্ষ হ'তে টানি' উপাড়িয়া
নিষ্ঠুরজনকস্মৃতি। ভাবিস্ বালক,
তাই পিতৃমাতৃহীন। [চুম্বন]

গেলাম রাখিয়া
অভিন্নহৃদয়বন্ধু তোমার আশ্রয়ে।
চলিলাম বৎস! [চুম্বন] বন্ধু দেখিও বালকে।
অসহায় শিশু—আর কি বলিব—তুমি
জান সব। প্রিয়বর দেখিও। আমার
প্রাণের অধিক শতানন্দ সুদর্শন!
চলিলাম বৎস! [চুম্বন] রাজর্ষি করিও ক্ষমা
দুর্ভাগ্য অক্ষম বৃদ্ধ গৌতমে!

জনক। জানি না,
তোমার এ ভাগ্য কেন? অথবা সুহৃৎ
এই তীব্র যন্ত্রণায় কিনিতেছ তুমি
অনন্ত অক্ষয় পুণ্য

গৌতম। চলিলাম তবে।

চিরঞ্জীব। "চলিলাম" "চলিলাম" এক শত বার
করার সদর্থ বুঝি, প্রভু যাইবার
ইচ্ছা নাই? কে মাথার দিব্য দিয়া তবে
কহিয়াছে "যাও যাও"।—থাকো না এখানে?

গৌতম। না না চিরঞ্জীব চল! মাধুরী কোথায়?

চিরঞ্জীব। করিছে ক্রন্দন বহির্দ্বারে! চিরকাল
স্ত্রীজাতির প্রিয়কার্য্য।

গৌতম। তবে বৎস যাই!
যাই বন্ধু!

জনক। এস প্রিয়বর!

গৌতম। একবার
আর একবার চুম্বি। বৎস প্রাণাধিক!
একটি চুম্বন তুই দিবি না পিতারে?

[শতানন্দ চুম্বন করিল]

গৌতম। একবার "বাবা" বোলে ডাক্, শুনে যাই!

শতানন্দ। বাবা! বাবা!

গৌতম। না, যাইতে পারিব না আমি।
রহিব সংসারী।

চিরঞ্জীব। তাহা পূর্ব্বে হ'তে জানি। [বসিল]

গৌতম। হা অবোধ! হা নিষ্ঠুর! বালক! বালক!
কেন ডাকিলি ও তোর মধুমাখা স্বরে?
কোথায় যাইব?—বৎস প্রিয় প্রাণাধিক!
কি করিলি তুই?—না না থাক্—যাই, যাই।

বালক! মায়াবী শিশু! কে তুই? কেহ না।

[সবেগে প্রস্থান]

চিরঞ্জীব। এরূপ ব্যাপার কিন্তু কভু দেখি নাই [প্রস্থান]

জনক। গৌতম তোমার নাহি তুলনা জগতে!

বৎস শতানন্দ! চল যাই অন্তঃপুরে। [নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজা দশরথের সভাকক্ষ। কাল—প্রভাত।

দশরথ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, রাম ও লক্ষ্মণ।

বিশ্বামিত্র। দাও মহারাজ পুত্রদ্বয়ে! পুনরায়

যাচ্ঞা করি।

দশরথ। বুঝিব কি অমিতপ্রভাব

বিশ্বামিত্র মহর্ষি অক্ষম নিবারিতে

রাক্ষসের অত্যাচার?

বিশ্বামিত্র। ব্রাহ্মণ যগুপি

করিবে সমর, ছাড়ি' তপস্যা অর্চনা,

কোন্ কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের?

দশরথ। সত্য কথা, প্রভু;

দিতেছি সেনানী কিম্বা আপনি যাইব

বধিব রাক্ষসে যুদ্ধে। উহারা বালক;

কিরূপে যুঝিবে দুর্দ্ধান্ত রাক্ষস সহ?

ক্ষমা কর।

বিশ্বামিত্র। নরপতি! ক্ষত্রিয় ভূপতি
কাতর সমরক্ষেত্রে পুত্রে পাঠাইতে?
উত্তম! ক্ষত্রিয় তুমি?

দশরথ। উহারা বালক।

বিশ্বামিত্র। বারম্বার এক কথা—"উহারা বালক!"
জানো না কি দশরথ, যে দিন ক্ষত্রিয়
সক্ষম ধরিতে অস্ত্র, সে দিন হইতে
যুদ্ধই ব্যবসা তার, যুদ্ধই কামনা,
যুদ্ধ চিন্তা জাগ্রতে নিদ্রায়।

দশরথ। শিশুদ্বয়
অস্ত্রবিশারদ নহে মহর্ষি—

বিশ্বামিত্র। —হা ধিক্!
"ক্ষত্রিয় দ্বাদশবর্ষ বয়সে অক্ষম,
অশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে"—এ কথা বলিতে
হইল না অপমানে কুঞ্চিত রসনা,
রক্তিম কপোল? যদি সমরে অক্ষম,
হইবে নিহত যুদ্ধে। কি করিব? যদি
সমরে অক্ষম, তবু ক্ষত্রিয় ইহারা,
আশা করি ভীরু নহে।

দশরথ। জানো ঋষিবর!
বহু তপস্যায় ধন এই পুত্রদ্বয়।

বিশ্বামিত্র। রাখো নরপতি অনুনাসিকা কাকুতি,
দিবে কি না দিবে?

বশিষ্ঠ। পূর্ণ কর নরপতি—

ঋষির প্রার্থনা। যবে মহর্ষি সহায়
ভয় নাই।

দশরথ। গুরুদেব ! তবে তাই হোক্ ।
নিয়ে যাও পুত্রদ্বয়ে মুনিবর। আজি
তোমার আশ্রয়ে প্রভু দিলাম সঁপিয়া
প্রাণাধিক শ্রীরাম লক্ষ্মণে।—নিয়ে যাও।

বিশ্বামিত্র। কৃতার্থ, ভূপতি !—সত্য কথা, মহারাজ
জানি শিশুদ্বয় নহে শস্ত্রবিশারদ
অতিরিক্ত পিতৃস্নেহে। ভৎর্সিয়াছি তাই
তোমারে এক্ষণে। করিতেছ অবহেলা
অন্যায় বাৎসল্যে পিতৃ কর্ত্তব্যে ভূপতি !
আসিয়াছিলাম, সত্য, চাহিতে তোমার,
সেনানীসাহায্য ; কিন্তু দেখিলাম আসি',
অশিক্ষিত যোগ্য তব রাজপুত্রদ্বয় ;
যুদ্ধ বিনা যুদ্ধশিক্ষা অসম্ভব। তাই
চাহিতেছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে। চিন্তা নাই ;
আমি শিক্ষা দিব, আমি রহিব নিকটে।
তাহারা পিতার বক্ষে ফিরিবে কুশলে।

দশরথ। তাই হোক্ ঋষিবর ! [স্বগতঃ] তথাপি রহিল
ভরত শত্রুঘ্ন। ভাগ্যবশে সভাস্থলে
তাহারা অনুপস্থিত। ঋষির অজ্ঞাত
তাহাদের অস্তিত্ব। [প্রকাশ্যে] মহর্ষি ! তাই হোক্ ।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বনাভ্যন্তরস্থ পথ।　কাল—গোধূলি।

চিরঞ্জীব ও মাধুরী।

চিরঞ্জীব। তুই আমার সঙ্গ ছাড়্‌বিনে?

মাধুরী। না প্রভু।

চিরঞ্জীবের গীত।

হায় রে সংসার সবই অসার, বিধির মহাচুক্।
অস্তির চাহিতে নাস্তি বেশী, সৃষ্টির চাইতে শূন্য।
বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য॥
আলোর চাইতে আঁধার বেশী, স্থলের চাইতে সিন্ধু।
মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম কতটুকু বিন্দু॥
সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী, ধর্ম্মের চাইতে তন্ত্র।
ভক্তির চাইতে কীর্ত্তন বেশী, পূজার চাইতে মন্ত্র॥
ফুলের চাইতে পত্র বেশী, মণির চাইতে কর্দ্দম।
স্বল্প শান্তির পরেই ভার্য্যার তর্জ্জন গর্জ্জন হর্দ্দম।

তুই ফিরে যা, এখনো বল্‌ছি।

মাধুরী। কেন আমি তোমার কি অনিষ্ট ক'চ্ছি?

চিরঞ্জীব। অনিষ্ট?—সমূহ অনিষ্ট। তুই ক্রমাগত আমার পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিস্। ফিরে যা। যাবি নে?

মাধুরী। না।

[চিরঞ্জীবের হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ও পুনরায় গীত]

ব্রহ্মার চাইতে বিষ্ণু বড়, ব্রহ্মার থলি ফর্সা।
বিষ্ণুর কাছে কিন্তু আজো রাখি কিঞ্চিৎ ভরসা॥
ভর্ত্তার চাইতে ভার্য্যা বড়, ভর্ত্তা বাড়ীর কর্ত্তা।
কিন্তু রন্ধনাদি কার্য্যে ভার্য্যা ভর্ত্তার ভর্ত্তা॥
শক্তির চাইতে ভক্তি বড়, শক্তের নিজের শক্তি।
ভক্তের জন্য শক্তি যোগান মহত্তর ব্যক্তি॥
পত্নীর চাইতে শ্যালী বড়, যে স্ত্রীর নাইক ভগ্নী।
সে স্ত্রী পরিত্যাজ্য, ও তার কপালেতে অগ্নি॥

তবু গেলি নে? কথা শুনিস্ নে কেন? ঐ ত তোর দোষ।

মাধুরী। ঐ আদেশটি কোরো না প্রভু! তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। যেখানে তোমার গতি, সেখানে আমার গতি। শাস্ত্রে বলে স্ত্রী ছায়ার মত পতির অনুগমন কোর্ব্বে।

চিরঞ্জীব। তা হ'লে বল্‌তে হবে যে শাস্ত্র অনুসারে পতির অবস্থাটা ভয়ঙ্কর শোচনীয়। যেখানে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে পাহারা?—একটু নিরিবিলি নেই? পতি এমনই কি পূর্ব্বজন্মে পাপ ক'রেছিল? এখনো ফিরে যা। নৈলে ভাল হবে না বল্‌ছি। যাবি নে?

মাধুরী। না!

চিরঞ্জীবের গীত।

বাহুর চাইতে পৃষ্ঠ ভালো, ক্রোধের চাইতে ক্রন্দন।
হাস্তের চাইতে অনেক ভালো গলে রজ্জুবন্ধন॥

মুক্ত শত্রু বরং ভাল, নয় তা ভণ্ড মিত্র।
আসল প্রেমের চেয়ে ভাল কাব্যে প্রেমের চিত্র।
গুপ্ত প্রেমের পরিণামে আছেই আছে শাস্তি।
বিবাহ যে করে, মূর্খ সে যৎপরোনাস্তি॥
পত্নীর চাইতে কুমীর ভালো, বলে সর্ব্বশাস্ত্রী।
কুমীর ধ'ল্লে ছাড়ে তবু, ধ'ল্লে ছাড়ে না স্ত্রী॥

ভাখ্‌, তুই যে ভূতের মত আমার ঘাড়ে চেপেই রৈলি? যদি ফিরে না যাস্‌ ত তোকে এই জায়গায় গলাটিপে ধোরে মেরে ফেলে পুঁতে রেখে যাবো। গৌতম অনেক আগিয়ে। সন্ধ্যা হ'য়ে এয়েছে। রাস্তা জনশূন্য।

মাধুরী। আমি এমনই কি অপরাধ ক'রিছি?

চিরঞ্জীব। তুই পিশাচী ডাইনী। তোর স্নেহে, তোর আগ্রহে, তোর সেবায়, দিবারাত্র আমাকে জড়াবার চেষ্টায় আছিস্‌। আমাকে যাদু ক'চ্ছিস, মন্ত্র ক'চ্ছিস্‌। আমার সর্ব্বনাশ হবার যোগাড় হ'চ্ছে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় যে আমি তোকে একটু একটু ভালবাসি। কৈ আগে তো বাস্‌তাম না?

মাধুরী। তা ভালবাস্‌লেই বা। স্ত্রীকে স্বামী ভাল বাস্‌বে, ইতে দোষ কি?

চিরঞ্জীব। আবার তর্ক ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'ল্লে।—ফিরে যাবি নে?

মাধুরী। না।

চিরঞ্জীব। ওরে মস্ত বাঘ খেলেরে—

[মাধুরীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দৌড়িয়া পলায়ন]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—কৈলাস-শিখর। কাল—সন্ধ্যা।

অহল্যা একাকিনী।

অহল্যা। ভ্রমিলাম বহু স্থানে!—পুরে, জনপদে,
ক্ষেত্রে, কুঞ্জে, উপবনে, পর্ব্বতশিখরে।
কিন্তু সুখ!—কোথা সুখ?—হৃদয় ভেদিয়া
নিত্য উঠে এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস।
আকুল অধীর চিত্ত অনন্ত বিষাদে
ছেয়ে আসে। মিলনের তীব্র সুরাপানে,
ক্ষণেক ভুলিয়া থাকি এ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা।
আবার জাগিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া
পাপের বিরাট মূর্ত্তি।—চাহিয়া সহসা
দেখি এক ভীম গর্ত্ত—যার তল নাই,
যার মধ্যে আলো নাই, শব্দ নাই; যার
করাল ব্যাদান আছে নিত্য নিরন্তর
আমারে করিতে গ্রাস।
এই পরিণাম!
এই জন্য করিয়াছি ঘৃণ্য ব্যভিচার,
পুত্র হত্যা, আমি পাতকিনী। কর্ণে বাজে—
আজিও সে অন্তিম ক্রন্দন। "মা মা"—এ কি—
ডাকিলি আমারে পুত্র! না, এ প্রতিধ্বনি!
এ কল্পনা।
কল্পনা? না এ কল্পনা নহে;—
এ কল্পনা নহে!—পৃথিবীর গর্ভ হ'তে

আকাশের প্রান্ত হ'তে, আসে এ ক্রন্দন।
দিবার প্রখর দীপ্তি সমাচ্ছন্ন করি';
গাঢ়তর করি' গাঢ় নৈশ অন্ধকার;
ছাপিয়া, কর্কশ করি, সঙ্গীত সুস্বর;
পর্ব্বত বিদীর্ণ করি; শূন্য ভিন্ন করি;—
উঠে সে ক্রন্দন।—সেই করুণ কাতর
রুদ্ধ শব্দ, হস্ত তুলি' নীরব কাকুতি;—
জননীর কাছে সন্তানের হস্ত তুলি'
নিষ্ফল জীবন-ভিক্ষা।—অহো জগদীশ!
এত অন্ধ হয় নারী; এতই নির্ম্মম
হয় মাতা, পড়িলে কামের প্রলোভনে?
—আবার ডাকিলি পুত্র? এই যাই।—আজি
করিব সে পাপ ধৌত আপন শোণিতে।
এই যে ছুরিকা। দীপ্ত, শাণিত, সুন্দর,
দ্র এত ভয়ঙ্কর!
এস নেমে
তম!—পান কর
অহল্যার তপ্ত রক্ত; বিশ্ব পৃষ্ঠ হ'তে
মুছে দাও অহল্যার নাম!—শতানন্দ
আবার ডাকিলি? যাই, দাঁড়া, এই যাই—

[বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত। পশ্চাৎ হইতে মদন আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিল]

অহল্যা। কে তুমি?

মদন। ক্ষমিও দেবি! তব পদতলে

রাখিলাম অস্ত্র এই। পরিবর্ত্তে তার
ধর এই সুধাপাত্র পূর্ণ বিম্বাধরে!

রতির প্রবেশ।

রতি। কি করিছ মূঢ় নারী! এ বসন্ত কাল;
এমন বাতাস; ওই স্বচ্ছ নীলাম্বরে
পূর্ণ চন্দ্র; এ পুষ্পিত কুঞ্জ;—একি সখি,
আত্মহত্যা করিবার উপযুক্ত স্থান,
উপযুক্ত কাল? ছি ছি!!
হাঁ যখন নামে
ধূসর আকাশ হ'তে চূর্ণ বারিকণা,—
সূর্য্যালোকহীন এক পঙ্কিল দিবস;
গন্ধময় অপরাহ্ণ; ডাকে না কোকিল;
দীর্ঘশ্বাস ফেলে উষ্ণ সজল বাতাস;
শূন্য মাঠ, ক্ষেত্রে জল, রাস্তায় কর্দ্দম;
—হাঁ তখন আত্মহত্যা কর, ক্ষতি নাই;
অন্ততঃ সে এত রুক্ষ এত বিসদৃশ
ঠেকে না কাহার চক্ষে

মদন। এ বসন্ত কাল,
এ সৌন্দর্য্যরাশি, আর এ ভরা যৌবন,
এর সঙ্গে আত্মহত্যা?—একি শোভা পায়?
একি সহ্য হয়?—এ যে খাঁটি হাস্যরস—
একান্ত অভদ্র কাজ!

রতি। এ [illegible] ক্ষতি,—
আছেই ত এক দিন। [illegible] দ,

ডাকিতে হয় না। কতটুকু এ জীবন?
কেন, কিবা প্রয়োজন, সংক্ষিপ্ত করিয়া
স্বতঃই সংক্ষিপ্ত বস্তু? যত দিন প্রাণ,
সম্ভোগ করিয়া লও, যেরূপ সম্ভব।

অহল্যা। সত্য কহিয়াছ বন্ধু, সত্য কহিয়াছ
প্রিয় সখি! দাও সুরা—যাই, জ্বলে' যাই—
দাও সুরা। নিভাই এ তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালা। [সুধাপান]
আবার! [পান] আবার! [পান] সত্য কহিয়াছ সখি
"সম্ভোগ করিয়া লও।" পরে? তার পরে?—
যা হবার হবে। সম্ভোগ করিয়া লও।
—আবার ডাকিলি শতানন্দ? যা যা তুই
মূঢ় শিশু। পুত্র? কোথা পুত্র?—পুত্র নাই
কখন ছিল না পুত্র; কে বলিবে আমি
করিয়াছি পুত্রহত্যা। করি নাই। ঢালো
আবার মদিরা; পান কর [পান] নাচো, গাও—

মদন ও রতির গীত।

ফুল ফুটেছে, চাঁদ উঠেছে, আস্‌ছে ভেসে মলয় বায়।
সাদা সাদা মেঘগুলি ঐ যাচ্ছে ভেসে নীলিমায়॥
বনের মধ্যে কোকিল পাখী, থেকে থেকে উঠ্‌ছে ডাকি';
শিরীষ আম্র মুকুল গন্ধ ভেসে ভেসে আস্‌ছে তায়।
এমন দিনে, এমন বায়ে, এমন সময়, এমন ঠাঁয়ে,
আপন মনের মানুষ বিনা প্রাণ খোরে কি থাকা যায়॥

অহল্যা। অত্যুত্তম! অত্যুত্তম! আহা মরি মরি!
প্রাণেশ্বর! কোথা প্রাণেশ্বর! এনে দাও

বসন্তে মদন ; বক্ষে জাগিছে লালসা।
যাও ডেকে আনো তাঁরে, যাও রতিপতি—

ইন্দ্রের প্রবেশ।

অহল্যা। [সাগ্রহে] কোথা ছিলে এতক্ষণ ছাড়ি' অহল্যারে
নিষ্ঠুর প্রণয়ী! এস পার্শ্বে প্রিয়বর!
কেন এত চিন্তাকুল আজি ?

ইন্দ্র। নাহি জানি।

অহল্যা। চিন্তা কর দূর! আমি নিকটে তোমার,
তথাপি মলিন মুখ? দেখ, কি সুন্দর
হাসিছে পূর্ণিমা জ্যোৎস্না! মনে পড়ে প্রিয়
সেই দিন ?

ইন্দ্র। কোন্ দিন ?

অহল্যা। যে দিন প্রথমে
তুমি আসি' দাঁড়াইলে, হে সুন্দর পাপ!
নেত্রপথে অহল্যার। ঠিক ওই খানে,
ওই শান্ত শুভ্র চন্দ্র স্বচ্ছ নীলাম্বরে ;
একটি ভাস্বর তারা চন্দ্রমার পাশে ;
এইরূপ শ্যামলা ধরণী ; এইরূপ
বহিতেছিল সুমন্দ মধুর উচ্ছ্বাসে
স্নিগ্ধ বসন্তের বায়ু ; এইরূপ দূরে—

ইন্দ্র। থাক্ সে দিনের কথা। বলিতে এসেছি
নিদারুণ বার্তা এক।

অহল্যা। কি ? কি সমাচার ?

ইন্দ্র। অহল্যা যাইতে হবে আমারে এক্ষণি।

অহল্যা। কোথা যাবে?

ইন্দ্র। যাব স্বর্গে ফিরি'।

অহল্যা। স্বর্গে? কেন?

এই নহে আমাদের স্বর্গ?—করে কর,

বক্ষে বক্ষ, অধরে অধর। শিরোপরি

প্রসারিত অনন্ত নিখিল, পদতলে

উচ্ছ্বসিত শ্যামবিশ্ব—এই স্বর্গ নহে?

না না নাথ, স্বর্গরাজ্য লুপ্ত হ'য়ে যাক্,

সৃষ্টি হ'তে। স্বর্গে আমি চাহি না যাইতে।

ইন্দ্র। তুমি যাইবে না। আমি যাইব একাকী।

অহল্যা। একাকী? একাকী? আর—আমি?

ইন্দ্র। আর তুমি

ফিরে যাও মিথিলায় আপন আশ্রমে।

অহল্যা। এ অপূর্ব্ব পরিহাস!

ইন্দ্র। পরিহাস নহে

সত্য বাণী। অহল্যা কি বলিতে হইবে?

বুঝ নাই?

অহল্যা। কি বুঝিব? কিছু বুঝি নাই—

ইন্দ্র। —তবে শোন। এতদিন ভুঞ্জেছি তোমারে,

মিটেছে লালসা মম! আর নাহি চাহি।

বুঝ নাই নিম্নগামী প্রেমের প্রবাহ,

উদাস সম্ভোগ, শ্লথ আগ্রহ সম্প্রতি?

নিভেছে লালসাবহ্নি, মিটেছে পিপাসা।

অহল্যা। শুনিতেছি ঠিক! শুনিতেছ হে পর্ব্বত?

শুনিতেছ

আকাশ?

...মিটেছে পিপাসা?"

...জাগ্রত আমি অথবা নিদ্রিত।

স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি? "মিটেছে পিপাসা?"

মিটে কি জগতে প্রভু প্রেমের পিপাসা?

আমার ত মিটে নাই। সত্য, দেবরাজ

মিটেছে তোমার আজি প্রেমের পিপাসা?

ইন্দ্র। অহল্যা বালিকা নহ তুমি। বুঝ না কি

যে বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম এত দিন,

তাহা প্রেম নহে, তাহা লিপ্সা?

অহল্যা। সত্য? সত্য?

প্রেম নহে?—তাহা লিপ্সা? শুনিতেছি ঠিক্?

দেখি, দেখি,—কিছুই যে বুঝিতে পারি না—

তুমি ইন্দ্র? আর আমি অহল্যা?—এ কথা,—

এতদূর ঠিক্? কিম্বা সব স্বপ্ন? কিছু

বুঝিতে পারি না।—অহো!—ঘুরিছে মস্তক।

[একটি বৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া দণ্ডায়মান]

ইন্দ্র। অহল্যা ফিরিয়া যাও!

অহল্যা। কোথায়?

ইন্দ্র। স্বদেশে।

অহল্যা। স্বদেশে? কাহার কাছে?

ইন্দ্র। ভদ্রে, এত দিনে

ফিরিয়াছে আশ্রমে গৌতম!

অহল্যা। কি বলিছ?

করিছ কাহার নাম? সেই পুণ্য নাম
আমাদের মধ্যে করিও না উচ্চারণ;
সে পবিত্র নাম ওই পঙ্কিলনিঃশ্বাসে
করিও না কলুষিত। সংজ্ঞা হারাইব,
ক্ষিপ্ত হ'য়ে যাব।—ধরি চরণে তোমার,—
ভিক্ষা মাগি—শুদ্ধ করিও না উচ্চারণ
সেই নাম।—ফিরে যাব তাঁর আলিঙ্গনে?
সত্য?—ধন্য দেবরাজ!—ধন্য বিবেচনা!
কিরূপে কহিলে এই হাস্যকর বাণী?
লম্পটের পাপস্পর্শ হ'তে নিঃসঙ্কোচে
ফিরে যাব মহর্ষির পুণ্য আলিঙ্গনে?
ধরিব সে মহর্ষির পবিত্র জিহ্বায়
তোমার উচ্ছিষ্ট বারি?—জানো না?—যে দিন
ছাড়িয়াছি পুণ্যাশ্রম ঘৃণ্য অভিপ্রায়ে,
সেই দিন ছাড়িয়াছি সে আশ্রম পুনঃ
স্পর্শ করিবার স্বত্ব? যেই দিন পাপ
লম্পটের সনে নামিয়াছি সুগভীর
নরকগহ্বরে, সেই দিন পরিত্যাগ
করিয়াছি, স্বর্গে প্রবেশের অধিকার!—

ইন্দ্র। অহল্যা, অহল্যা, শুন—

অহল্যা। —সেই দিন হ'তে,
সে নরকে, আমরণ তুমিই আমার
সর্ব্বস্ব, হৃদয়েশ্বর, জীবনবল্লভ।

আপনাকে ঘৃণা করি, তব সহবাসে—
সহস্র ধিক্কার দিই,—তথাপি, তথাপি,
তোমারেই বাসিয়াছি ভাল ; ভালবাসি ;
জীবনে মরণে তুমি মোর প্রাণেশ্বর ।

ইন্দ্র । অহল্যা এ বৃথা যুক্তি ! আমি স্বর্গপতি
দেবেন্দ্র ; মানবী তুমি । প্রেম কি সম্ভবে
তোমার আমার মধ্যে ?

অহল্যা । যদি না সম্ভবে,
কেন ভুলাইলে কুলবধূ ? কেন তবে
শান্ত পুণ্যাশ্রম হ'তে টানিয়া আনিলে ?
ছিলাম আপন ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ল'য়ে ।
কেন দেখা দিলে তুমি পূর্ণিমাকিরণে,
কোকিল ঝঙ্কারে, স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণে
কেন ভুলাইলে মোরে ষড়যন্ত্র ক'রি ?
ফাঁদ পাতি' ধরিলে এ বন্য হরিণীরে ?
আদর করিয়া গাত্রে হস্ত বুলাইয়া
দুদিন, তাহার পরে তার গলদেশে
বসাইতে ছুরি ?

ইন্দ্র । অতি নিষ্ফল প্রলাপ !—
অহল্যা ফিরিয়া যাও ।

অহল্যা । [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] শোন প্রিয়তম !
কিছু বলিবার আছে [হস্তধারণ]

ইন্দ্র । ছাড়ো,—হস্ত ছাড়ো ।

অহল্যা । এতদূর ? যাও তবে নির্মম নিষ্ঠুর !

যাও স্বর্গে ফিরি'।—ভুলে যাও অহল্যারে।
না দেবেন্দ্র! পারিবে না ভুলিতে তাহারে।
তাও স্বর্গে ফিরি'। কিন্তু জানিও সুরেশ
রহিবে আমার স্মৃতি মিশিয়া তোমার
হৃদয়শোণিতে চিরদিন। যাও, যাও,—
আহারে নিদ্রায় যেন শিহরিয়া উঠ
দেখিয়া ভৈরবী ছায়া আমার প্রত্যহ;
যাও স্বর্গে ফিরি'। আমি রহিব তোমার
অনন্ত দুঃস্বপ্ন সম অনন্ত জীবনে।

ইন্দ্র। উত্তম অহল্যা! তবে যাই [প্রস্থানোদ্যত]

অহল্যা। [সহসা ধরিয়া পদতলে পড়িয়া] কোথা যাও?
যাইও না প্রিয়! এখনো যুবতী আমি;
দশ বর্ষ ধরি' পান করিয়াছ বটে
এ রূপের তীব্রসুরা; পাত্রে চেয়ে দেখ
আরো আছে। আরো দিতে পারি। দেখ চেয়ে
এই ঘন দীর্ঘ কেশগুচ্ছ; এই শুভ্র
কুন্দ দন্তপাতি; এই সুগোল সুঠাম
তন্বী দেহলতা; এই লালসা-বিহ্বল
আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু; রক্ত বিম্বাধর;
পীন বক্ষ,—যত চাহ দিব, যত চাহ
পান কর।—যাইও না।

ইন্দ্র। নিষ্ফল কাকুতি—
চলিলাম!

অহল্যা। —সত্য? যাবে? কোথা যাবে শঠ?

ভুলাইতে অন্য কুলবধূ? সুখী হবে
লেপিয়া ললাটে মোর কলঙ্ককালিমা?
ভাসাইয়া দিয়া মূর্খ আমারে অকূলে
নির্মম লম্পট! যাবে? যাবে? এই যাও,
স্বর্গপতি—যাও, কিন্তু নহে স্বর্গে ফিরি'।

[কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া ইন্দ্রের স্কন্ধে আমূল আরোপণ]

ইন্দ্র। ওঃ [পতন] কি করিলি রাক্ষসী পিশাচী নারকী।

মদন। শাস্ত্রেই আছে—"যঃ পলায়তি স জীবতি।"

[মদন ও রতির পলায়ন]

অহল্যা। হস্তে বাঁধিয়াছি আপন সন্তানে,
রুদ্ধ করিয়াছি তার তপ্ত ধমনীর
দ্রুত রক্তস্রোত; আজি,—লইয়াছি, আজি
এই হস্তে, এই রক্তে তার প্রতিশোধ!
—দেখিয়াছ এতদিন রমণী প্রেমিকা
দেবরাজ? দেখ আজি রমণী ভৈরবী!
হাঃ হাঃ! এইখানে মরো, এইখানে পচো।
করুক ভক্ষণ বন্য শৃগাল শকুনি।

[উন্মাদবৎ অট্টহাস্য করিয়া নিষ্ক্রান্ত]

ইন্দ্র। পিশাচী—ঘাতকী—অহো—

গৌতম ও চিরঞ্জীবের প্রবেশ।

চিরঞ্জীব। এই যে এখানে।
অসাড়—সর্ব্বাঙ্গে রক্ত—হাঁ এই ত চাই—
ঘাতকটা গেল কোথা?

গৌতম দেখি নাড়ী দেখি—
এখনো জীবিত। চল আশ্রমে লইয়া
চিরঞ্জীব। দেখি যদি বাঁচাইতে পারি।

[উভয়ের ইন্দ্রকে বহন করিয়া প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—শচীর কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

দেবীগণসহ শচী আসীনা।

শচী। তা আমি কি ক'র্ব্ব?

অঞ্জনা। তা সত্যিই ত তুমি কি ক'র্ব্বে?

কালিন্দী। কিন্তু কথাটা ত ভাল নয়। পাঁচটি বছর স্বামী নিরুদ্দেশ।

অঞ্জনা। পাঁচ পাঁচটি বছর। সোজা কথা কি দিদি!

শচী। তা আমি কি ক'র্ব্ব?

অঞ্জনা। তা সত্যিই ত—তুমি কি ক'র্ব্বে?

স্বাহা। লোকে কিন্তু ভাই কাণাকাণি ক'চ্ছে।

অঞ্জনা। ক'চ্ছে বৈ কি। লোক কি আর রেয়াৎ কোরে চল্‌বে দিদি?

শচী। করুক কাণাকাণি।

অঞ্জনা। হাঁ—কাণাকাণি ক'ল্লে ত বয়ে' গেল।

বারুণী। কিন্তু স্বামীর একটা খোঁজ খবর ক'র্ত্তে হয় ত বাছা?

অঞ্জনা। তা আর হয় না? খোঁজ খবর একটা ক'র্ত্তে হয় বৈ কি।

শচী। তা এ ত তাঁর এমন কিছু নতুন নয়।

অঞ্জনা। তা আর এমন নতুন কি?

কালিন্দী। তবু ত বাছা, স্বামী।

অঞ্জনা। স্বামী বোলে স্বামী! দস্তুর মত বাতি বাজিয়ে ধান দুর্ব্বো দিয়ে বিয়ে করা স্বামী।

স্বাহা। হাঁ একটা খোঁজ নিতে হয় বৈ কি।

অঞ্জনা। তা হয় না?—খোঁজ নিতে হয় বৈ কি।

শচী। তা খোঁজ আবার নেবো কি?

অঞ্জনা। হঁঃ—কিসের খোঁজ?

বারুণী। কোথায় যে ডুব মা'রে।

অঞ্জনা তাহাতে এক নিরাশাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিল।

কালিন্দী। মদন আর রতি তার সঙ্গে যখন ঘুরছে তখন এ একটা কেলেঙ্কারি না হ'য়ে যায় না।

অঞ্জনা। কেলেঙ্কারি বোলে কেলেঙ্কারি! একেবারে ঢি ঢি!

স্বাহা। এই যে বল্‌তে বল্‌তে!—

শচী। কে?

স্বাহা। রতি।

অঞ্জনা। হাঁ রতিই ত বটে।

কালিন্দী। নাঃ—রতি না!

অঞ্জনা। কোথায় রতি!

বারুণী। হুঁ রতিই বটে।

অঞ্জনা। রতি না হ'য়ে যায় না।

কালিন্দী। উঁহুঃ রতি না।

অঞ্জনা। না না।

রতির প্রবেশ।

শচী। কি লো রতি!

অঞ্জনা। কি লো! এত দিন পরে যে!

কালিন্দী। একলা না কি?

স্বাহা। তীর্থযাত্রায় যাওয়া হ'য়েছিল না কি লো?

বারুণী। বলি—দেবরাজের খবর কি?

অঞ্জনা। সেই খবরটা আগে—

রতির প্রবেশ।

আমি শুধু প্রেমের ব্যাপারী।

আর কিছুর কি তক্কা রাখি, আর কিছুর কি ধার ধারি।
বিম্বাধরে সুধারাশি, কুন্দ দাঁতে মুচ্‌কি হাসি,
কালো তারায় চাউনি মিঠে,—করি ইরির দোকানদারি;
তার বিষয়ে দুটো কথা শুনতে চাও ত বল্‌তে পারি।
বেণী বাঁধা কৃষ্ণ কেশে, লম্বা কোরে পৃষ্ঠদেশে,
যদিও সে অনেক সময়ই পরের ধনে পোদ্দারি;
কালো রঙে ফর্সা সেজে, যতদূর হয় ঘোষে মেজে,
পোরে রঙিন শাড়ী সঙিন, পুরুষ কেমন ভোলায় নারী;
তারির বিষয় শুন্তে চাও ত দুটো কথা বল্‌তে পারি।
চোখে কাজল ঈষৎ রেখায়, বাঁকা টেনে কেমন দেখায়,
কালো ঠোঁটে আল্‌তা দেওয়া, আমার কর্ম্ম সর্কারি;
নয়ন নীচু ক'র্ত্তে জানা, আঁচল খানি বুকে টানা,
সময়মাফিক বাহির করা ছটাক খানিক অশ্রু-বারি;
এ সব বটে কতক জানি, এ সব কতক কৈতে পারি।

শচী। এখন রঙ্গ রাখ্ দেখি!

অঞ্জনা। হ্যাঁ—এখন কি ভাই রঙ্গ ক'র্ব্বার সময়?

রতি। নয় ত কখন্ সময়?

অঞ্জনা। তাও বটে। এখন ক'র্ব্বে না ত আর কখন ক'র্ব্বে?

কালিন্দী। সে স্ত্রীলোকটার নাম কি?

রতি। অহল্যা।

বারুণী। দেবরাজ কোথায়?

রতি। তাঁর ফিরে আস্‌বার অবস্থা ঠিক নয়।

স্বাহা। কি রকম?

শচী। হেঁয়ালী রাখ্। খবর শুনি।

রতি। সে অনেক কথা। বল্‌ছি, অগ্রে ভেতরে চল্‌তে আজ্ঞা হয়।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—শতানন্দের গৃহের সম্মুখস্থ মিথিলার রাজপথ।

কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা।

অহল্যা দণ্ডায়মানা।

অহল্যা। এই সে মিথিলা। সেই উচ্চ সৌধ-চূড়া,
সেই রাজপথ, সেই জনস্রোত বহে
পিপীলিকা-শ্রেণী-সম অশ্রান্ত উদ্যমে।
যাই গিয়া বসি ওই দারু বৃক্ষতলে।
বিক্ষত চরণে রক্ত পড়ে। চক্ষে ছুটে

স্ফুলিঙ্গ বহ্নির। অহো বিধাতা! [উপবেশন] কে ওই
আসিছে সমুচ্চ কোলাহলে?—পুরবাসী।

কতিপয় পুরবাসীর প্রবেশ।

১ম পুরবাসী। না সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা!

২য় পুরবাসী। শতানন্দ ঋষি
স্বয়ং এ শুভ বার্ত্তা দিলেন আমারে।

৩য় পুরবাসী। কোন্ শতানন্দ?

২য় পুরবাসী। গৌতম মহর্ষি-পুত্র।

১ম পুরবাসী। কবে?

২য় পুরবাসী। কল্য প্রভাতে।

৩য় পুরবাসী। মহর্ষি বিশ্বামিত্র?

২য় পুরবাসী। বিশ্বামিত্র।

৩য় পুরবাসী। সঙ্গে দশরথ-পুত্রদ্বয়?

১ম পুরবাসী। আসিছেন সত্য?

২য় পুরবাসী। সত্য!

৩য় পুরবাসী। শুভ!!

১ম পুরবাসী। অতি শুভ!!!
চল যাই প্রচারি' এ বার্ত্তা রাজপুরে।

[পুরবাসিগণের প্রস্থান।]

অহল্যা। [উঠিয়া] একি সত্য আমি স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি!
শতানন্দ জীবিত!—জীবিত!—পরমেশ!
ভিক্ষা দাও যেন এই বার্ত্তা সত্য হয়।

আর একদল পুরবাসীর প্রবেশ।

১ম পুরবাসী। পুরুষের ধর্ম্ম? ইন্দ্র প্রমাণ তাহার।

২য় পুরবাসী ।　নারীর সতীত্ব ?　তার অহল্যা প্রমাণ ।

৩য় পুরবাসী ।　দুর্ভাগ্য গৌতম !

৪র্থ পুরবাসী ।　ধিক্ অহল্যা দুর্মতি !

৩য় পুরবাসী ।　করিও না অহল্যার নাম উচ্চারণ ।
প্রতিবেশী !

২য় পুরবাসী ।　নারকী—

৪র্থ পুরবাসী ।　পিশাচী ।

৩য় পুরবাসী ।　ব্যভিচারিণী ।

অহল্যা ।　[অগ্রসর হইয়া] কে তোমরা পুরবাসী দ্রুত রসনায়
কর অহল্যার কুৎসা ?

৩য় পুরবাসী ।　এ আবার কে রে ?

২য় পুরবাসী ।　তাই ত রে—পেত্নী না কি ?

১ম পুরবাসী ।　না, ছিন্নবসনা
পাণ্ডুরা পলিতকেশী বল মা, কে তুমি ?

৩য় পুরবাসী ।　কে তুই ?

অহল্যা ।　যাহার নাম যুক্ত অশ্রদ্ধায়
করিতেছ ব্যক্ত রাজপথে ।　পুরবাসী—
আমিই অহল্যা ।

২য় পুরবাসী ।　এ কি বলে ?

৩য় পুরবাসী ।　সত্য নাকি ?

৪র্থ পুরবাসী ।　এ অহল্যা বটে ।—মার্ মার্—

২য় পুরবাসী ।　মার্ মার্ ।

১ম পুরবাসী　ছেড়ে দাও অসহায়া স্ত্রীলোকে ।

৩য় পুরবাসী ।　অসতী—

২য় পুরবাসী । দুর্ব্বৃত্তা অহল্যা এই—

৪র্থ পুরবাসী । মার্

পাপীয়সী—

অহল্যা । নহি পাপীয়সী, নহি দুর্ব্বৃত্তা অসতী ।
আগে শোন ইতিবৃত্ত ।

২য় পুরবাসী । মার্—

৩য় পুরবাসী । মার্ মার্ । [প্রহার]

শতানন্দের প্রবেশ ।

শতানন্দ । কি করিছ পুরবাসী ! একি অত্যাচার
দুর্ব্বলা নারীর প্রতি ।

২য় পুরবাসী । দুর্ব্বৃত্তা অসতী—

শতানন্দ । কেন ?—কি ক'রেছে নারী—[অহল্যাকে]
মা তোমার নাম ?

অহল্যা । অহল্যা আমার নাম ।

শতানন্দ । অহল্যা !—তাপসী ?—
গৌতম-রমণী ?—

অহল্যা । সত্য । গৌতম-রমণী ।

শতানন্দ । পুরবাসী ঘরে যাও ; শাস্ত্রীয় বিধান
করিব এ তাপসীর ।

৩য় পুরবাসী । শূলে দিতে হবে—

৪র্থ পুরবাসী । না না মহাশয় ! বহিষ্কৃত কোরে দাও
মস্তক মুণ্ডন করি' নগর বাহিরে ।

শতানন্দ । করিব কর্ত্তব্য যাহা । ব্রাহ্মণীর প্রতি

দণ্ডদান ব্রাহ্মণের অধিকার।—যাও।

[পুরবাসীদিগের প্রস্থান]

শতানন্দ। অহল্যা তোমার নাম? কি চাহো তাপসী
মিথিলা নগরে?

অহল্যা। পুত্র শতানন্দে!

শতানন্দ। পুত্র
শতানন্দে? প্রয়োজন?

অহল্যা। কে তুমি যুবক!
পরিচিতসম মুখমণ্ডল,—সুন্দর
সুগৌর, সুভঙ্গ, দীর্ঘদেহ?—কণ্ঠস্বর
যদ্যপি বিশুষ্ক, রুক্ষ, গদ্গদ,—তথাপি
যেন পরিচিত। মনে হয়—মনে হয়—
কে তুমি যুবক?—তুমি—তুমি কি—

শতানন্দ। হাঁ। আমি
শতানন্দ।

অহল্যা। তুমি? তুমি? [অগ্রসর হইলেন]

শতানন্দ। [পশ্চাৎপদ হইয়া] কি বলিতে চাহো?

অহল্যা। কি বলিতে চাহি?—বৎস—[আলিঙ্গন করিতে উদ্যত]

শতানন্দ। ক্ষান্ত হও নারী!
উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন নাই। পরিত্যাগ
করিয়াছ বহুদিন পুত্রে বৎস বলি'
সম্বোধন করিবার অধিকার।—যাও—
পাইবে না শতানন্দে।—যাও ফিরে যাও—
যাও স্বর্গে, ব্রহ্মলোকে, বৈকুণ্ঠে, কৈলাসে—

মর্ত্ত্যে কি নরকে—শতানন্দে পাইবে না।
—অভুক্তা কি তুমি নারী? এই পথ দিয়া
যাও ওই দেবালয়ে; পাইবে আশ্রয়,
ভক্ষ্য ও পানীয়।—ওই উঠেছে ঝটিকা
ঘনাইয়া আসে অন্ধকার।—চলে' যাও।

[গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ ও দ্বাররোধ]

অহল্যা। অসীম করুণাময় তুমি পুত্র!—অহো
কেন দীর্ণ হইলে না ধরিত্রী শতধা?
—এ কি বক্র নিয়ম তোমার মহেশ্বর?
আমি কলঙ্কিনী সত্য। কিন্তু কার দোষে?
কে রোপিয়াছিল এই স্বর্ণ-লতিকারে
নীরসপাষাণস্তূপে? কে বা প্রলোভনে
ভুলাইল অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী?
কে তাহারে নিক্ষেপিল করিয়া সম্ভোগ
শূন্য পাত্র সম, পান করি' তীব্র সুরা?
নহে সে নির্ম্মম ক্রূর পুরুষ? তথাপি
শুদ্ধ আমি দোষী একা সমাজ-বিচারে?
—বহ প্রভঞ্জন। নেমে এস জলধারা
গর্জ্জ মত্ত হুঙ্কারে অশনি। ঢেকে এস
দশ দিক কাল নিশিথিনী। কেহ নহ
নির্ম্মম, যেমতি ক্রূর পুরুষ নির্ম্মম।
—বহ বহ ঝঞ্ঝা কর চূর্ণ ধূলিসাৎ

এই অরাজক রাজ্য।—ভৈরব-উল্লাসে
দাঁড়ায়ে দেখুক তাহা অহল্যা পাষাণী।

[উন্মাদিনী অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কৈলাস পর্ব্বত। কাল—প্রভাত।

[গৌতম ও চিরঞ্জীব]

দূরে যোগীদিগের গান।

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে
এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা;
মন্দির তোমার কি গড়িব, মা গো!
মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্তপবন
তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।

গৌতম। কি মহান্ দৃশ্য!—দূরে নিশ্চল নীরব
শুভ্র তুষারের স্তূপ; উপরে অসীম
নীলিমা-প্রসার; নিম্নে নিশ্চল কঠিন
ধূম্র পর্ব্বতের স্তর—দিগন্ত বিস্তৃত
দৃঢ় প্রস্তরের ঢেউ। দৃশ্য,—কি মহান্
কি নিস্তব্ধ, কি উদার, সুন্দর, গম্ভীর!

পুনরায় গীত।

সতীর পবিত্র প্রণয় মধু,—মা !
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
— তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা ;
যেই দিকে চাই এ নিখিলভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবাসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভবগরিমা।

গৌতম। হেন স্তব্ধ রম্যতম গভীর নিজ্জনে,—
মনুষ্যের সন্ধি হয় প্রকৃতির সনে ;
লঘু হয় চিত্ত ; সব্ব বিবাদ ভঞ্জন
হয়। জীবন সার্থক হয় ; দূরে যায়
ক্ষোভ, পরিতাপ ; ঘুচে যায় মৃত্যু ভয়।

পুনরায় গীত।

তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি',
তোমারে পূজিতে চাই, মা ঈশ্বরী !
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা ;
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,

দুয়ারে দাঁড়ায়ে, হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা ।

গৌতম । আর দুঃখ নাই ; আর চিন্তা নাই ; আর
লিপ্সা নাই—ঈর্ষা নাই ; দ্বেষ নাই ; আমি
পিতার নয়নতলে, জননীর ক্রোড়ে
লভিয়াছি অনন্ত বিরাম । বসি' আজ
এ সমুচ্চ শৃঙ্গোপরি, দেখিতেছি চাহি'
পদতলে, পৃথিবীর দ্বন্দ্ব, কোলাহল,
ক্ষুদ্র লোভ, ঘৃণা হিংসা,—অনন্ত বিস্ময়ে ।
—কি ভাবিছ চিরঞ্জীব ?

চিরঞ্জীব । ভাবিতেছি প্রভু
দুরূহসংস্কৃতভাষাবিজ্ঞানে প্রভুর
প্রভূত ব্যুৎপত্তি । যাহা সরল সহজ,
জটিল করিতে তাহে প্রভুর একপ
আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে সে অত্যন্ত অদ্ভুত ।

ইন্দ্রের প্রবেশ ।

গৌতম । একি তুমি এখানে ? আশ্রম হ'তে এতদূর এসেছ ?

ইন্দ্র । পরীক্ষা কোরে দেখ্‌লাম, শক্তি পেয়েছি । যোগিবর—আজ আমি গৃহে ফিরে যাচ্ছি ।

গৌতম । আরো দুদিন অপেক্ষা কর । আরও একটু বল পাও ।

ইন্দ্র । যথেষ্ট বল পেইছি । তোমার আগ্রহে তোমার কাগ্রৎ শুশ্রূষায় আমি এখন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ ক'রেছি । এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে তুমি কে ?

চিরঞ্জীব। কেন সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

ইন্দ্র। আমার তুমি অনেক শুশ্রূষা ক'রেছো। তার যথাবিহিত পুরস্কার দিতে চাই।

গৌতম। প্রয়োজন নাই। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কিছুই অভাব নাই।

ইন্দ্র। তুমি চাহিতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছ? জেনো মনুষ্য, যে আমি ধনী ব্যক্তি। তুমি যা চাহো তা দিতে পারি।

গৌতম। কিছুই চাহি না।

ইন্দ্র। কিছুই চাহো না? সত্য?—তোমার নাম?

গৌতম। আমার নাম গৌতম?

ইন্দ্র। কি নাম?

গৌতম। গৌতম।

ইন্দ্র। "গৌতম"? তোমার আবাস?

গৌতম। মিথিলায়।

ইন্দ্র। যে গৌতমের স্ত্রী অহল্যা আপনি কি সেই গৌতম?

চিরঞ্জীব। হাঁ ইনি সেই গৌতমই বটে;—সে বিষয়ে কি মহাশয়ের কিছু বক্তব্য আছে?

ইন্দ্র। আপনি মহর্ষি গৌতম?

চিরঞ্জীব। হাঁগো হাঁ—তুমি যে বুঝেও বুঝ্‌তে চাও না হে।

ইন্দ্র। জানো মহর্ষি আমি কে?

গৌতম। জানি, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র।

চিরঞ্জীব। এবং অহল্যা দেবীর উপপতি।

ইন্দ্র। এঁ্যা—এঁ্যা—অসম্ভব। কার কাছে শুনেছেন?

গৌতম। তোমার কাছে।

ইন্দ্র। কখন?

গৌতম। জ্বরের প্রলাপে।

চিরঞ্জীব। আর আমি যে এত দিন তোমাকে হত্যা করি নি', সে এ মহর্ষির নিষেধে। কিন্তু অনেকবার অনুতাপ ক'রেছি, যে বনের মধ্যে তোমাকে অচেতন দেখে, শুশ্রূষার জন্য কাঁধে কোরে আশ্রমে নিয়ে এইছিলাম।

ইন্দ্র। [ক্ষণেক চিন্তার পর জানু পাতিয়া] মহর্ষি! আমি আপনার কাছে যে অপরাধ ক'রিছি তা' যদিও ক্ষমার অতীত, তথাপি আপনার মার্জ্জনা-ভিক্ষা ক'র্ত্তে পারি কি?

চিরঞ্জীব। তা আর থায় না! ঐ যে প্রাণটা পেয়েছ তাই বাপের ভাগ্যি বোলে জেনো।

গৌতম। চিরঞ্জীব ক্ষান্ত হও।—ইন্দ্র তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই।

চিরঞ্জীব। যাও অনেক পেয়েছো। এখন পালাও।

গৌতম। যাও দেবরাজ, বিশ্বপতির ক্ষমা ভিক্ষা কর। যিনি তোমার আমার উভয়ের কর্ত্তা, যাঁর কাছে ছোট বড় সব সমান। ক্ষমা? আমি তোমাকে পূর্ণ অন্তঃকরণে মার্জ্জনা ক'রেছি। দেবরাজ! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তোমাকে আর কি দিব? আশীর্ব্বাদ করি—সুস্থ হও, সুখী হও।　　　　[ইন্দ্রের প্রস্থান]

চিরঞ্জীব। প্রভু! আপনি একেবারে অবাক্ কোরেছেন।

গৌতম। কেন চিরঞ্জীব?

চিরঞ্জীব। এ রকম পাষণ্ড শত্রুকে আশীর্ব্বাদ? আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'লে, আমি ওর টুঁটি টিপে ধোরে, ওরে সাত ঘাটের জল খাইয়ে এনে, জুতো মেরে, বিদায় কোরে দিতাম।

গৌতম। শিষ্য! শত্রুকে নির্যাতন করা ধর্ম্ম নয়।

চিরঞ্জীব। না,—ধর্ম্ম হ'চ্ছে শত্রুকে সন্দেশ খেতে দেওয়া।

গৌতম। প্রতিহিংসা পিশাচ শত্রুকে দমন ক'র্ত্তে পারে, বিনাশ ক'র্ত্তে পারে, ভস্ম ক'র্ত্তে পারে। কিন্তু একমাত্র ক্ষমাই শত্রুকে মিত্র করে, নিরীহ করে, দেবতা করে। নির্যাতন নরকের ধর্ম্ম, প্রতিহিংসা পৃথিবীর ধর্ম্ম, ক্ষমা স্বর্গের ধর্ম্ম।

জনৈক রাজদূতের প্রবেশ।

দূত। [গৌতমকে] আপনি কি মহর্ষি গৌতম?

চিরঞ্জীব। হাঁ ইনি গৌতম বটে। তুমি কোন গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ?

দূত। [ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইয়া] রাজর্ষি জনক আপনাকে এই পত্র পাঠায়েছেন। [পত্র প্রদান]

গৌতম। রাজর্ষি জনক! দেখি! [পত্র পাঠান্তর] চিরঞ্জীব, বড় শুভবার্ত্তা! বড় শুভ বার্ত্তা!

চিরঞ্জীব। কি রকম!

গৌতম। রাজপুত্রী সীতার বিবাহ। রাজর্ষি নিমন্ত্রণ কোরে পাঠিয়েছেন। তোমরা কাল প্রত্যূষে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। দূত! তুমি পরিশ্রান্ত। আশ্রমে চল, সেবা কোরে ধন্য হই।

[নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—গৌতমের তপোবন। কাল—সায়াহ্ন।

বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ।

রাম। এই কি সে পুণ্যাশ্রম?

বিশ্বামিত্র। এই পুণ্যাশ্রম
গৌতমের। পরিত্যক্ত, ভগ্নচূড় আজি,
আচ্ছন্ন উদ্ভিদে। ঋষি গিয়াছেন চলি',
সুদূর কৈলাসে—ছাড়ি' সংসার আশ্রম,
অসীম বৈরাগ্যে। তাঁর প্রলুব্ধা পতিতা
প্রেয়সী অহল্যা নিরুদ্দিষ্টা।

লক্ষ্মণ। কি সুন্দর,
কি নির্জ্জন ঘনচ্ছায়, নীরব, গম্ভীর,
এই তপোবন প্রভু।

বিশ্বামিত্র। ছিল রম্যতর
সেই দিন এই তপোবন, যেই দিন
মহর্ষি গৌতম আর অহল্যা তাপসী—
ছিল অবিচ্ছিন্ন সুখে মগ্ন তপস্যায়
এই বনগ্রামে।

লক্ষ্মণ। —অতি করুণ কাহিনী
অহল্যার।

বিশ্বামিত্র। আজো মনে পড়ে সে নীরব
সুগভীর শান্তি—স্বচ্ছ সমুদ্রের মত,
মিষ্ট নির্ঝরের মত। আজো মনে পড়ে

সে পবিত্র যুগ্মমূর্ত্তি—নীলাকাশ বক্ষে
পূর্ণিমা-জ্যোৎস্নার মত। আজো মনে পড়ে
সেই সম্মিলিত কণ্ঠে সমুত্থিত গীত,—
মৃদঙ্গের সহ বীণাধ্বনি।

[নেপথ্যে যন্ত্রণা শব্দ]

রাম ও লক্ষ্মণ। ও কি শব্দ!

বিশ্বামিত্র। সত্যই ত। যেন রমণীর কণ্ঠস্বর;
চল দেখি গিয়া।

লক্ষ্মণ। ও কে বৃক্ষ অন্তরালে
পাণ্ডুরা রমণী?

বিশ্বামিত্র। কই!

লক্ষ্মণ। ওই সন্নিকটে।

বিশ্বামিত্র। সত্য বটে; ওকে নারী! এ কি! হরি! হরি!
এ কি অহল্যা!

অহল্যা। [অগ্রসর হইয়া] হাঁ, আমি অহল্যা। কে তুমি
পথিক!

বিশ্বামিত্র। অহল্যা! তুমি এখানে?

অহল্যা। হাঁ আমি
এখানে। কে তুমি ডাকো পরিচিতসম
অহল্যার নাম ধোরে?

বিশ্বামিত্র। পারো না চিনিতে?
আমি বিশ্বামিত্র!

অহল্যা। তুমি বিশ্বামিত্র?—বটে—
চিনেছি। কি প্রয়োজন?

বিশ্বামিত্র। অতিথি।

অহল্যা। অতিথি ?
কাহার ! গৌতম হেথা নাই ; একা আমি,—
ফিরে যাও ফিরে যাও।—সেও এসেছিল
অতিথি বলিয়া। ঋষি ! যাও, ফিরে যাও।

বিশ্বামিত্র। এ কি ! তোমারে ত কভু হেন দেখি নাই,
অহল্যা ! কোথা সে সৌম্য বদনমণ্ডল,
রক্তিম লজ্জায় ? কোথা সে হাস্য মধুর ?

অহল্যা। নাই, নাই ;—গেছে সব। গিয়াছে সে সব
গণ্ডূষে করিয়া পান। যাও, ঋষি ! যাও ;
কেন এ নির্জ্জনে, এই দূর বনগ্রামে,
আসিয়াছ হেথা ত্যক্ত করিতে আমারে ?
বন্য-পশু সম আমি হেথা বাস করি,
একাকী নিঃসঙ্গী দূরে। রহি না কণ্টক
কাহারো সুখের পথে। এক ক
কাহারো ধারি না !—যাও।—
একদিন করিতাম ভক্তি
কিন্তু আজি শ্রদ্ধা নাই

বিশ্বামিত্র।
কি দোষ আমার ?

অহল্যা। দোষ ? জানো না কি দোষ ?
ঘোরতর দোষ। তুমি কপট পুরুষ !
—এক মহা সত্য বিশ্বে জানিয়াছি প্রভু !
"লম্পট পুরুষ জাতি"। তুমি ঋষি বটে,

তথাপি বিশ্বাস নাই।—পুরুষ ত তুমি।
আসিয়াছ বুঝি মম রূপ-লালসায়?
আর নাহি ভুলি।—ওই মিথ্যা, প্রতারণা,
ওই মৃদু হাসি, ওই একাগ্র চাহনি,
ও বঙ্কিম গ্রীবা—সব বুঝি, সব জানি!
বৃথা চেষ্টা মুনিবর!—গৃহে ফিরে যাও।

বিশ্বামিত্র। অহল্যা! কাহিনী তব জানি; প্রতারিতা
তুমি দেবি, তাহা জানি। পরিত্যক্তা তুমি,
তাহা নাহি জানিতাম। কিন্তু অভাগিনি!
আমি আসি নাই আজি এ পুণ্য আশ্রমে
প্রতারণা করিতে তোমারে।

অহল্যা। কি বিশ্বাস?
তুমি ত পুরুষ।—সব পারে সে পুরুষ—
ঘুমন্ত পত্নীর গলে বসাইতে ছুরি,
কলঙ্কিতে পাতিব্রত্য, পাশব বিক্রমে;
নম্র নবোঢ়ার; ছুঁড়ে দিতে বালিকার
প্রস্ফুটিত প্রেম-পুষ্প লোকাচার পদে,
বলি দিতে স্নেহভক্তি, ক্ষুধার্ত্তের মুখে
দিতে ভস্ম; তৃষার্ত্তের মুখে বিষ দিতে;
বিনাশিতে অনুকম্পা; বধিতে বিশ্বাস।
—সব পারে—

রাম। মুগ্ধা, হতভাগিনী তাপসী!
হারায়েছ বিশ্বাস মনুষ্যে এতদূর?
এতদূর পতিতা কি? কিম্বা যন্ত্রণায়

হারায়েছ জ্ঞান ?—মূর্খ দোষে অন্তজনে,
যবে সে বিবেকশূন্য, কর্ত্তব্য-স্খলিত
পড়ে গর্ত্তে !—মনুষ্যের জন্ম এ জগতে
নহে ফুল খেলা দেবি !—সতীত্ব, জীবন,
ব্রহ্মাণ্ডের আক্রমণ হইতে নিয়ত
করিতে হইবে রক্ষা।—শত প্রলোভনে
করিবেই আকর্ষণ তোমারে সবলে ;
তোমার রাখিতে হবে, আপনারে বাঁধি।
বাধা ও বিপত্তি আসি' করিবে দুর্গম
জীবনের বর্ত্ম সদা ; তোমায় তাহারে
লঙ্ঘন করিতে হবে, আপনার বলে।
জীবন সংগ্রাম। যদি নিষ্ঠুর জগৎ,
তুমিও কঠিন হও।

অহল্যা। হায়! শক্তি নাই।

রাম। শক্তি নাই? মূঢ়! শক্তি আছে ; ইচ্ছা নাহি ;
বিবেক, উদ্যম নাই। প্রলোভনে নিজে
চরণ বাড়ায়ে দাও ; পরে রুষ্ট হও,
বন্দী হও যবে সে শৃঙ্খলে ; সন্ধি কর
পাতকের সনে, পরে দেখ রুদ্ধ যবে
স্বর্গদ্বার, ক্রুদ্ধ হও ; স্বহস্তে রোপণ
কর নিজে বিষবৃক্ষ, পরে দ্বন্দ্ব কর
বিধাতার সঙ্গে, যদি না ফলে অমৃত।

অহল্যা। সব সত্য কথা।—কিন্তু বহে কি নির্ঝর
শুষ্ক মরুভূমে? জন্মে প্রস্তরে কুসুম?

পশে কি সূর্য্যের জ্যোতি সাগর কন্দরে ?
আরম্ভ হইয়াছিল জীবন আমার
প্রকাণ্ড প্রমাদে। হায় রাখিল বিধাতা
পূর্ণ জ্যোৎস্না কেন ভগ্ন গৃহে ; পাপিয়ায়
অন্ধকারে ; ছড়াইল নির্জ্জন বিপিনে
পুষ্পের সুগন্ধ রাশি ?

রাম। হায় মূঢ় নারী !
এত দিন চিনিয়াছ বুঝি প্রেমিকের
ঢল ঢল মুখ খানি, কুঞ্চিত চিকুর,
সরল নাসিকা, দুটি পদ্মবিনিন্দিত
আরক্তিম গণ্ড, দুটি লালসা-শিথিল
কৃষ্ণচক্ষু ; পূর্ণ পীন সরস অধর ?
—হা মূঢ় ! চিননি তার গভীর হৃদয়,
প্রেমের নিহিত ব্যথা, সংযত আগ্রহ ?
—তাহা ছিল গৌতমের ! তাহা ঠেলিয়াছ
চরণে ; অমূল্য রত্নহার কণ্ঠ হ'তে,
উন্মোচন করি' ছুঁড়ে দিয়াছ তাপসি !
গভীর সাগর গর্ভে।—

অহল্যা। [ক্ষণেক চিন্তার পর] শিশু দার্শনিক !—
উদ্ভাসিত যাঁর সৌম্য পবিত্র আননে
নবীন বসন্ত ; চক্ষু দুটি অবনত
ধরণীর পানে গাঢ় ; অনুকম্পাভরে,
বিনিঃসৃত যাঁর কণ্ঠে বীণার ঝঙ্কার—
যেন বর্ষে বরিষার শ্যামল জলদে

স্নিগ্ধ বারিধারা—বল, কে তুমি সুন্দর?

রাম। আমি রাম। দশরথ অযোধ্যার পতি,
আমি তাঁর পুত্র।—ইনি কনিষ্ঠ আমার।

অহল্যা। রাজপুত্র তুমি! রত্ন কাঞ্চন তোমার
অক্ষয় ভাণ্ডারে কিন্তু হেন রত্ন নাই
সে ভাণ্ডারে—তব এই উপদেশ-বাণী
মহার্ঘ যেরূপ।—তুমি দেব-নারায়ণ,
দাও শ্রীচরণ-ধূলি।—ক্ষমা কর প্রভু! [চরণধারণ]

রাম। আমি কি করিব ক্ষমা?—ক্ষমা চাহো তাঁর,
যাঁহার অনন্ত-প্রেম, অনন্ত নির্ভর,
বিনিময়ে আপনার নীচ হৃদয়ের,
দিয়াছ কাঠিন্য; হানিয়াছ বজ্র-শেল
যাঁহার কোমল-বক্ষে—তব ব্যভিচারে।
যাও মা তাঁহার ক্ষমা চাহো। চাহো পরে,
বিধাতার ক্ষমা—যাঁর মঙ্গল নিয়ম
তাচ্ছিল্যে, অসীম-গর্ব্বে ঠেলিয়াছ পদে—
নবীন-যৌবন-মদভরে।

অহল্যা। তিনি করিবেন ক্ষমা?

রাম। জানি না তাপসি!
তথাপি চাহিয়া থাকো মৌন প্রার্থনায়।

অহল্যা। তাহাই হইবে।—প্রভু! করিলে উদ্ধার
অহল্যারে আজি। চল, আমার আশ্রমে,
করিব আতিথ্য-পূজা—সানুজ তোমার,
কেশব!—[বিশ্বামিত্রকে] মহর্ষি চল আমার কুটীরে
[সকলে নিক্রান্ত]

পঞ্চম অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—গিরিপথ। কাল—মধ্যরাত্রি।

চিরঞ্জীব। [স্বগতঃ] খুব ফাঁকি দিইছি! ছুঁড়িটা আমাকে কি ঘুমোতে দেবে?—চার দিকে আটঘাট বন্ধ কোরে বুঝি ভদ্রলোকে ঘুমোতে পারে! মিথিলায় যেতে যেতে পথে কি এমনও প্রবল জ্বর এলো। গৌতম আর মাধুরী শেষে গিয়ে কিনা এক অতিথিশালায় আশ্রয় নিলে। বেশ জব্দ হ'য়েছে কিন্তু। [হাস্য] অতিথিশালা!—কোথায় অতিথিশালা?—শুঁড়ির দোকান! খুব পালিইছি। স্ত্রীটা বলে—বাইরে যেও না, জ্বর বাড়্‌বে। আঃ—! এমন ঠাণ্ডা বাতাস, এতে পোড়ার অসুখ যদি বাড়ে ত বাড়ুক!—বোধ হ'চ্ছে যেন আমি একদিন এই জায়গাটায়ই মাধুরীকে ধাক্কা মেরে পগারে ফেলে দিয়ে পালিইছিলাম। মাধুরীর তা মনে নেই। সাধে কি বলি মেয়ে মানুষ বোকার জাত! আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিরাম নেই, বাক্যি নেই—দিবারাত্তির আমার সেবাই ক'চ্ছে!—ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার শিওরে হাঁ কোরে জেগে বোসে আছে! মেয়ে মানুষে এতও পারে বাবা!—এবার কিন্তু খুব পালিয়ে এইছি। চেয়ে দেখি কি না মাধুরী ঢুলছে; অমনি আমি উঠে, পা টিপে টিপে বেরিয়ে, বাইরে এসে ভোঁ দৌড়!—ভারি ঠাণ্ডা বাতাস—শীত ক'চ্ছে

যেন। এখানে একটু পেট ভরে' ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্।—ঐ যে আবার আসে কে! মাধুরী দেখ্‌ছি! এই মাটী কোরেছে দেখ্‌ছি।—"যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়।"

মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। প্রভু! এখেনে?

চিরঞ্জীব। [বিরক্তভাবে] এখেনে নয় কি সেখেনে!

মাধুরী। চল চল ঘরে চল।

চিরঞ্জীব। না—যাবো না।

মাধুরী। জ্বর বাড়্‌বে।

চিরঞ্জীব। তোর তা'তে কি? আমি এখেনে খাড়া হোয়ে বোসে ম'র্ব্ব। তোর তা'তে কি?

মাধুরী। ছিঃ প্রভু! চল।

চিরঞ্জীব। দেখ্ বিরক্ত করিস্ নে বল্‌ছি।

মাধুরী। তুমি ঘরে চল—

চিরঞ্জীব। আবার ক্যাচ্ ক্যাচ্ আরম্ভ ক'ল্লি? ফের যদি বিরক্ত ক'র্ব্বি—! আঃ!—[শয়ন]

মাধুরী। ছিঃ! ওঠ। [ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা]

চিরঞ্জীব। উঃ! শীত ক'চ্ছে যেন—[কম্পন] ওরে এ কি হোলো?—

মাধুরী। কি হোলো?

চিরঞ্জীব। আমার ভারি হাসি পাচ্ছে [হাস্য]—না রে না, হাসি ত পাচ্ছে না। তবে কি পাচ্ছে?

মাধুরী। কি পাচ্ছে?

চিরঞ্জীব। —ঘুম পাচ্ছে। শোন্, বোস্ দেখি, তোর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমুই, আর তুই মাথার ওপরে কু-হু—কু-হু—শব্দ কর্ দেখি।

মাধুরী। তা ক'র্ব্ব—আগে বাড়ী চল! ওঠ—

চিরঞ্জীব। দেখ্ মাধুরী আমি একটা ভারি ধোকায় পড়িছি।

মাধুরী। কি ধোকা?

চিরঞ্জীব। ধোকাটা হ'চ্ছে এই, যে ঈশ্বর পুরুষকে পুরুষ আর মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ কোরে সৃষ্টি ক'ল্লেন কেন? যদি পুরুষকে মেয়েমানুষ কোরে, আর মেয়েমানুষকে পুরুষ কোরে সৃষ্টি ক'র্ত্তেন তা'লে—আঃ কি মজাটাই হোত। না?

মাধুরী। হাঁ তা'লে বেশ হোত। এখন ঘরে চল।

চিরঞ্জীব। নাঃ—তুই ঘুমোতে দিবি নে! একটু আরাম ক'র্ত্তে এলেম ত কানের কাছে এসে ঘ্যানর ঘ্যানর—চল্ বাড়ীই চল্। এত রাত্তির পর্য্যন্ত নিজের চোখেও ঘুম নেই—আমাকেও কি ঘুমোতে দেবে! চল্। [গমনোদ্যত]

মাধুরী। আমার ঘাড়ের ওপর ভর দিয়ে চল।

চিরঞ্জীব। [যাইতে যাইতে] আচ্ছা পাহারা সৃষ্টি ক'রেছো দয়াময়! চল্। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নন্দন-কাননে মন্দাকিনী-তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

[দূরে উচ্চ আলোকিত কক্ষ। নদীবক্ষে তরণী বাঁধা।
ইন্দ্র একাকী]

ইন্দ্র। গাইছে কিন্নরী, নাচে অপ্সরা নর্ত্তকী,
উঠে অট্টহাস্য, বাজে মৃদঙ্গ মন্দিরা;—

অদূর সমুচ্চ কক্ষে, দীপ্ত দীপালোকে।
আর আমি ভ্রমি শ্লথ চরণ বিক্ষেপে,
কম্পিত-হৃদয়ে, কেন একাকী, নির্জ্জনে,
নন্দন-কাননে, নদী মন্দাকিনী-তীরে,
চন্দ্রালোকে? কেন আজি সহিতে না পারি
উৎসব, উল্লাস, দীপ, উচ্চ হর্ষধ্বনি,
সঙ্গীত, রমণীসঙ্গ?—ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোক
তাও ঠেকে তীব্র, পাপিয়ার কণ্ঠস্বর
হানে বক্ষে তীক্ষ্ণ শেল, মলয়-সমীর
যেন গাত্র দাহ করে।

—অন্তরে অন্তরে,
জ্বলে তুষানল। দূর হৃদয় নিভৃতে,
উঠে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস।—কি করিব!
কিসে নিভিবে এ বহ্নি? কে বলিয়া দিবে,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? অনন্তকাল
জর্জ্জরিত হইব কি তীব্র অনুতাপে?

[নিস্তব্ধ]

—অহল্যার পতি হেন মহাত্মা গৌতম?
সে মনুষ্য, আর আমি দেবতা? হা ধিক্!
বিধির বিচার এই।—[জানু পাতিয়া] হে মহাপুরুষ!
প্রকৃত তপস্বী তুমি; বিশুদ্ধ, উদার,
নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, চির-স্মরণীয় তুমি।—
এই যে আসিছে শচী। [উত্থান]

শচীর প্রবেশ।

শচী। [আলোকিত কক্ষের প্রতি চাহিয়া]
—চ'লেছে সঙ্গীত,
চ'লেছে উৎসব, এই মধ্যাহ্ন-নিশীথে,
উজ্জ্বল বিলাস-কক্ষে—ছি ছি, লজ্জা নাই!
—বহিছে শীতল মন্দ সুরভি সমীর।
বসি এই মন্দাকিনী-তটতলে।

ইন্দ্র। [অগ্রসর হইয়া]　　শচি!

শচী। [চমকিয়া] এ কি তুমি!

ইন্দ্র।　　আসিয়াছি তব প্রতীক্ষায়।

শচী। এত অনুগ্রহ? নাথ! কৃতার্থ কিঙ্করী।
ফিরিয়া যাইতে দাও প্রভু, পথ ছাড়।
[গমনোদ্যত]

ইন্দ্র। শচি!

শচী।　　লজ্জা নাই? কোন্ স্বত্বে পুনরায়
নাম ধোরে ডাকো মোর?

ইন্দ্র।　　শুন সত্য বাণী—

শচী। চাহি না শুনিতে আর—হায় দেবরাজ!
দেবী ছাড়ি' মানবীতে লোভ? পরিণামে
জানি না আরো কি আছে তোমার নিগ্রহ।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা সঙ্গে নৃত্য কর,
মত্ত সুধাপানে, তাহা সহ্য করিয়াছি—
তাহারা দেবতা। শেষে মানবীর পদে

নামিয়াছ যেই দিন—সেই দিন তব
ঘুচেছে দেবত্ব।

ইন্দ্র। সত্য, অহল্যা মানবী;
তথাপি ইন্দ্রাণী! সত্য, অপ্সরা-সম্ভব
রূপ অহল্যার। মুগ্ধ সেই প্রলোভনে,
করিয়াছি পাপ।

শচী। রূপ অপ্সরা-সম্ভব
হোক্ তার, তথাপি সে মানবী। তাহার
স্পর্শে কলুষিত তুমি—স্পর্শ করিও না
পুলোম-কন্যারে আর।

[রোষভরে প্রস্থান]

ইন্দ্র। চিরদিন এই পরিণাম
অবৈধ লিপ্সার।—তীব্র ক্ষণিক সম্ভোগ,
পরিশেষে ঘন দীর্ঘ অবসাদব্যাধি—
শান্তিহীন, সুপ্তিহীন! তুচ্ছ প্রলোভনে
পতিত, জড়িত, পত্নী-প্রণয়-বিচ্যুত,
পরিণামে।

মদন ও রতির প্রবেশ।

ইন্দ্র। হায়! এত বিলম্বে মদন?
চলিয়া গিয়াছে শচী।

মদন। কি করিব প্রভু,
বিলম্ব রতির জন্য। প্রহর অতীত
কেশ-বেশ-বিন্যাসে তাহার।

রতি। চিরকাল
রমণীর এ অখ্যাতি। এ বেশ-বিন্যাস
কার জন্য প্রাণেশ্বর ?
ইন্দ্র। চলিবে রূপসি !
দাম্পত্য-কলহ কতক্ষণ ?
রতি। যতক্ষণে
ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হইল
এ দূর নির্জ্জন বনে।
মদন। কিরূপ ইন্দ্রাণী ?
ইন্দ্র। তপ্তলৌহবৎ।
মদন। পরিসমাপ্ত নাটিকা
হইবে নিতান্ত দেখি শয়ন-মন্দিরে।
চল দেবরাজ ! শুন, কোন চিন্তা নাই,
রমণীর চিরদিন এবম্বিধ বিধি—
ক্ষণেক গর্জ্জন, পরে ক্ষণেক বর্ষণ,
পরিশেষে শান্তি,—চল, বিলাস-ভবনে।
ইন্দ্র। ভাল নাহি লাগে আর। শিরায় শিরায়
বহিছে অনলস্রোত। মস্তিষ্কে, হৃদয়ে,
পাষাণের ভার।
মদন। প্রভু ! চিন্তা কর দূর ;
প্রেমের এ পরিণাম চিরদিন তাহা,
পূর্ব্বে বলি নাই ? ক্রমে থিতাইবে বারি ;
এখন বিলাস গৃহে চল—চিন্তা নাই,
শয়ন-মন্দিরে দিব ইহার ঔষধি।

এক দল সজ্জিত রাজভৃত্যের প্রবেশ।

১ ভৃত্য। গায়ের জোর বটে!

২ ভৃত্য। হাঁ ধনুক গাছটা একবারে পট্‌ কোরে ভেঙ্গে ফেল্লে।

৩ ভৃত্য। ছেলেটাকে দেখে গায়ে খুব জোর আছে বোলে বোধ না।

২ ভৃত্য। রাজার মেয়ের শেষে কি না এই নেড়ে পুরুষের সঙ্গে বিয়ে!

১ ভৃত্য। চল্, চল্—মুখ সাম্‌লে কথা কোস্।

[ভৃত্যদিগের প্রস্থান]

অহল্যা। তিনি কি আর আমাকে তেমন ভালবাস্‌বেন? আমি ব্যভিচারিণী, আমি হতভাগিনী, আমি বিশ্বাসঘাতী, আমি কি সাহসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবো? কি সাহসে তাঁর ক্ষমা চাইব?

একদল পুরোহিতের প্রবেশ।

১ম পুরোহিত। তা ত হবেই। মণিকাঞ্চন যোগের কথা শাস্ত্রেই আছে।

২য় পুরো। রেখে দাও শাস্ত্র! শাস্ত্রের কি ধার ধারো বাপু?

১ম পুরো। ধার ধারি না! পুরাণ, উপপুরাণ, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, মনু এ সব কণ্ঠস্থ।

৩য় পুরো। আরে এত চেঁচাও কেন!

৪র্থ পুরো। রাজা দশরথকে আন্তে লোক গিয়েছে?

৩য় পুরো। ও গো গিয়েছে গো গিয়েছে। তাঁর পুত্র রামের বিয়ে, তাঁকে আন্তে লোক যাবে না?

১ম পুরো। গৌতমকে নিমন্ত্রণ পত্র দিইছিল যে, তিনি এসেছেন?

২য় পুরো। হাঁ, এয়েছেন।

৪র্থ পুরো। রাজবাড়ীতে এতক্ষণ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ক'চ্ছেন।

৩য় পুরো। আরে অত চেঁচাও কেন ছাই?

১ম পুরো। লোকটা বড় মুষ্‌ড়ে গিয়েছে।

৪র্থ পুরো। তা আর যাবে না। এই কেলেঙ্কারীটা!

৩য় পুরো। বলি, একটু আস্তে চেঁচাও না।

[পুরোহিতদিগের প্রস্থান]

অহল্যা। একি শুন্‌ছি? তিনি এসেছেন? এসেছেন? আমি কি ক'র্ব্ব! যাই তাঁর পায়ের তলে প'ড়ে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করি। তিনি প্রেমময়, তিনি দয়ার সাগর, তিনি ক্ষমার প্রতিমা—ক্ষমা ক'র্ত্তেও পারেন। যাই,—যাই। [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—জনকের রাজসভা-কক্ষ। কাল—প্রহরাতীত প্রভাত।

[জনক, গৌতম, শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র]

গৌতম। ধন্য হইলাম আমি। মরি কি মধুর
সজল-জলদ-মূর্ত্তি! রাজর্ষি জনক!
যোগ্যতর পাত্রে ন্যস্ত হইত না কভু
সুন্দরী জানকী সীতা। শোভে কি তড়িৎ
বিনা নব-জলধরে। শোভে কি সুন্দর
শ্যামলপল্লব বিনা চম্পক-কলিকা?

জনক। সম্পূর্ণ হইল ক্রিয়া তব আগমনে
বন্ধুবর!

গৌতম।—বহুদিন ছিলাম প্রবাসে,
আচ্ছন্ন গভীর সুখে, ভুলিয়া কর্ত্তব্য,
দূর সংসারের প্রতি ; ছিলাম নির্জ্জনে,
স্বার্থমগ্ন আমি।—পত্র তোমার, সুহৃৎ,
হৃদয়ে জাগায়ে দিল অতীতের স্মৃতি
পুনর্ব্বার !

মাধুরীকে টানিয়া চিরঞ্জীবের প্রবেশ।

চিরঞ্জীব।　　এই নেও ! এই মায়াবিনী।

বিশ্বামিত্র। একি চিরঞ্জীব ? কেন রাজসভাস্থলে,
করিতেছ আপনার পত্নীর নিগ্রহ ?

চিরঞ্জীব। মায়াবিনী মন্ত্র জানে ! আমি চিরদিন,
করিয়াছি অনাস্থা তাহারে ; বিনিময়ে,
সে করে আমার পূজা।—কহি কটুভাষা,
মায়াবিনী হাসে।—আমি নির্দ্দয় প্রহার
করিয়াছি, কাঁদে নারী নিঃশব্দ বিলাপে।
—আমি তারে জনহীন প্রান্তরে, নিশীথে,
করিলাম পরিত্যাগ, কৈলাসের পথে ;
পরে রুগ্ন আমি যবে, মিথিলার পথে,
নিদ্রিত,—চাহিয়া দেখি পিশাচী জাগ্রৎ,
শিয়রে বসিয়া সেবা করিছে নীরবে।
—মায়াবিনী মন্ত্র জানে,—বাঁধিয়াছে প্রভু,
এ পেশল বাহু, এই পাষাণ হৃদয়,

পাশব প্রবৃত্তি মোর, কোন্ মন্ত্রবলে,
জানি না। অথচ আমি পিশাচীর দাস,
আজি কায়মনোবাক্যে।—অহো! কি দুর্গতি
পুরুষের! [বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন]

জনক। আচ্ছা, যাও চিরঞ্জীব! আমি
করিব বিধান দণ্ড। [মাধুরীর প্রতি] মায়াবিনি! তুমি
আজি হ'তে এই পাপে, মহিষীর সখী,—
যাও অন্তঃপুরে। যাও চিরঞ্জীব।

[উভয়ের বহির্গমন]

গৌতম। হরি!
দয়াময়! তুমি ধন্য! সিদ্ধ এতদিনে
মাধুরীর মহতী সাধনা।

দশরথের প্রবেশ।

জনক। [গৌমতকে] বন্ধুবর!
ইনি বৈবাহিক মম, অযোধ্যার পতি,
দশরথ। [দশরথের প্রতি] মহারাজ! ইনি বন্ধুবর,
মহর্ষি গৌতম।

[দশরথ গৌতমকে প্রণাম করিলেন। গৌতম দশরথকে
আশীর্ব্বাদ করিলেন]

দশরথ। মহারাজ! এইক্ষণে,
আসিতে প্রাসাদে সখে, দেখিলাম পথে,
অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য এক,—উন্মাদিনী নারী।

গৌতম। উন্মাদিনী!

দশরথ। উন্মাদিনী। কৃশ গৌর তনু,
আপাদলম্বিত শুভ্রকেশী। চক্ষু দুটি
জলভরে নত। স্বচ্ছ সুঠাম ললাটে,
অঙ্কিত গভীর দুঃখ-কাহিনী-কালিমা।
গাইছে কিন্নরীকণ্ঠে, কি সঙ্গীত সখে,
কি গূঢ় বেদনাপ্লুত, কি গাঢ়, মধুর,
উৎকট, স্বর্গীয় ধ্বনি।—অনন্ত বাসনা,
সঙ্গে তার বিজড়িত অনন্ত, অসীম,
স্বর্গীয় হতাশা।—হেন মূর্ত্তি দেখি নাই,
হেন গীত শুনি নাই কভু।

গৌতম। [অর্দ্ধস্বগত] উন্মাদিনী!

[বাহিরে গীতের শব্দ]

দশরথ। ওই আসে। বুঝি নারী আসিছে এথানে।

অহল্যার প্রবেশ ও গীত।

আর একবার ভালবাসো, বাস্‌তে যেমন আগের দিনে।
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিছে প্রাণে।
একবার নাথ তুলে ধর, হৃদয় হৃদয়'পর হে,
শান্ত হোক্ প্রাণ বাহে, আজ শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।
তোমারি হারানো বাঁশী লুঠায় ধরণী' পর,
মলিন—তোমারি তবু, আদরে তুলিয়া ধর ;
ভাঙ্গা চুরা প্রাণের বাঁশী, তেমনি কোরে আজ রে ;
নাথের করে, মধুর স্বরে, বাজ রে—বাজ রে।

গৌতম। অভাগিনী—এ বেশ!—এ দশা!—

অহল্যা। অভাগিনী!
সত্য, অভাগিনী আমি! বড় অভাগিনী,
বড় কলঙ্কিনী, বড় পাপীয়সী, বড়
পাতকিনী আমি প্রভু!—

গৌতম। হায় প্রিয়তমে!

অহল্যা। "প্রিয়তমে!" আজি মোরে এই সম্ভাষণ?
একি উপহাস! কিম্বা এখনো মহর্ষি
চিন না আমারে বুঝি?

গৌতম। চিনি প্রাণেশ্বরি!

অহল্যা। না চিন না—ডাকিতেছ তাই সে মধুর,
সে স্নেহগদ্গদস্বরে! তাই প্রেমভরে
প্রসারিছ বাহু।—যদি চিনিতে, ঘৃণায়
ফিরাইতে মুখ, মোরে কহিতে কর্কশ,
কিম্বা দিতে খেদাইয়া দূরে পদাঘাতে।

গৌতম। অহল্যা—

অহল্যা। অহল্যা নহি;—পাষাণী—পাষাণী,
ব্যভিচারিণী, পুত্রহন্ত্রী, ঘাতিকা, পিশাচী
—শোন ইতিহাস—এমনি সে ইতিহাস—
তার ছত্রে ছত্রে গাঢ় কলঙ্কের রাশি;
অক্ষরে অক্ষরে তার পুঞ্জীভূত পাপ।
—পূর্ব্বে শোন ইতিহাস—

গৌতম। শুনিতে চাহি না,
সব জানি!—প্রতারিতা, প্রলুব্ধা, পতিতা,

প্রেয়সী আমার !—তব এই শীর্ণ তনু,
এ পাণ্ডুর মুখ, এই কোটর-নিহিত
চক্ষুর অপাঙ্গে ঘন গভীর কালিমা,
কহিছে সে ইতিহাস !—

অহল্যা। নরকের জ্বালা—

নরকের জ্বালা, প্রভু, কতবর্ষ ধরি',
সহিয়াছি দিবারাত্র ; তীব্র যন্ত্রণায়
পাষাণী হইয়া গেছি অন্তরে অন্তরে।
একদা সহসা শেষে বিষ্ণুর কৃপায়,
হইল চৈতন্য। শুষ্ক পাষাণ ভেদিয়া,
ঝরিল নির্ঝর, বজ্রদগ্ধ দীর্ণ তরু
মুঞ্জরিল পত্রপুষ্পে।—কি আর বলিব !
যদি জানো সব নাথ, কি আর বলিব !
—জীবন-সর্ব্বস্ব মোর ! বুঝিয়াছি ভ্রম
এতদিনে ! ক্ষমা কর।—ধর্ম্মের প্রতিমা,
পুণ্যের কাহিনী তুমি, দয়ার সাগর,
স্বর্গের দেবতা।—আর আমি পাপীয়সী,
মূঢ়, ক্ষুদ্র, ঘৃণ্য নরকের কীট।—আমি
ভাঙ্গিয়াছি বিশ্বাস ; চরণে ঠেলিয়াছি
কর্ত্তব্য ; প্রেমের পাত্রে ঢালিয়াছি বিষ।
—আজি বুঝিয়াছি ভ্রম।—ক্ষমা কর।

শতানন্দ। —ক্ষমা !

যে নারী বিনাশ করে বিশ্বাস, প্রণয়,
সে ক্ষমার যোগ্য নহে।—হায় পিতৃদেব !

যে দাম্পত্য প্রেম ভিত্তি সমাজের, মূল
সর্ব্ব কর্ত্তব্যের, যেই সে দাম্পত্য প্রেম
স্বহস্তে নির্ম্মূল করে, সেই পাপীয়সী
ক্ষমাযোগ্য নহে। পিতা—ভৃগুর বিধান—
যোগ্য শাস্তি, প্রাণদণ্ড, কুলটা নারীর;—
হোক্ সে স্বকীয় পত্নী অথবা জননী।

গৌতম। ক্ষান্ত হও প্রিয়তম! শাস্তি দিব?—হায়!
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মূঢ়মতি,
দুর্ব্বল মনুষ্য নিজে, সাধ্য কি আমার,
কর্ত্তব্যস্খলিত, মূঢ়, মনুষ্য উপরি'
বসিব বিচারাসনে।
[অহল্যা-প্রতি]—এস অভাগিনি!
বিধির সুবিধি এই,—আজি পাইলাম
যাহা পূর্ব্বে কভু পাই নাই—প্রিয়তমে!
তোমারে প্রথম দিন হৃদয় ভিতরে।
এস প্রপীড়িতা পরিত্যক্তা প্রাণেশ্বরি!
এস বাণ-বিদ্ধ মম পিঞ্জরের পাখী,
হৃদয়পিঞ্জরে ফিরে এস! [অহল্যাকে বক্ষে ধারণ]

বিশ্বামিত্র। এত উচ্চে?
এত উচ্চে তুমি? এত পবিত্র, মহৎ?
এত ক্ষমাশীল? এত উদার?—ব্রাহ্মণ!
অবনত করি শির!—রাজর্ষি জনক!
ব'লেছিলে অতি সত্য কথা, বুঝিয়াছি,
লভি নাই ব্রাহ্মণত্ব! জেনেছি তাহার

বহু নিয়ে পড়ে' আছি। বিশ্বামিত্রে ধিক্,
লক্ষ ব্রাহ্মণত্বে ধিক্! তপস্যায় ধিক্।

জনক। ধন্য এ চরিত্র, যার সংস্পর্শ কুহকে,—
বারাঙ্গনা সতী হয়; দস্যু সাধু হয়;
পঙ্কিল পবিত্র হয়; কামুক লম্পট
জিতেন্দ্রিয় হয়; গর্ব্বী নত করে শির।
যে, স্পর্শমণির মত, পথের কর্দ্দমে
স্বর্ণে পরিণত করে; পাবকের মত
ভস্ম করে আবিল দুর্গন্ধ; পুণ্যতোয়া
জাহ্নবীর মত, ধৌত করে আবর্জ্জনা।

অহল্যা। নাথ! তব পুণ্যতেজে আজি অন্ধ আমি,
কোথা তুমি? কতদূর? সঙ্গে কোরে লও।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

পঞ্চম দৃশ্য ।

স্থান—অলৌকিক প্রমোদ-মণ্ডপ ।　কাল—নিশা ।

[রামসীতার যুগলরূপ]

সম্মুখে অপ্সরাদিগের নৃত্যগীত ।

যাচ্ছে বোয়ে প্রেমের সিন্ধু উঠ্‌ছে পড়্‌ছে প্রেমের ঢেউ ;—
কেউবা খাচ্ছে হাবুডুবু, ভেসে চোলে যাচ্ছে কেউ ।
কারো বক্ষে এ প্রেম আনে অবিচ্ছিন্ন পরম সুখ ;
মর্ম্মদাহে রহে এ প্রেম কারো বক্ষে জাগরুক ।
প্রেমে লিপ্সা, প্রেমে ঈর্ষা, প্রেমে পুণ্য পরিণয়, ;—
কারো ভাগ্যে বিষের ভাণ্ড, কারো ভাগ্যে সুধাময় ;
প্রেমের টানে টেনে আনে জনার্দ্দনে ধরায় জীব,
পাগল, উদাস, শ্মশানবাসী প্রেমে ভোলা সদাশিব ।
কেউবা প্রেমে সর্ব্বত্যাগী, কেউবা চাহে উপভোগ ;
কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি, কারো পক্ষে মহাযোগ ;
প্রেমে জন্ম, প্রেমে মৃত্যু, প্রেমে সৃষ্টি, প্রেমে নাশ ;
প্রেমের শব্দ উঠে মর্ত্ত্যে, প্রেমে স্তব্ধ নীলাকাশ ।